ছিলেটি ভাশার বেআখরন
ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক

ꠍꠤꠟꠐꠤ ꠜꠣꠡꠣꠞ ꠛꠦꠀꠈꠞꠘ
ꠁꠔꠤꠀꠡꠛꠤꠖ ꠒ. ꠝꠥꠝꠤꠘꠥꠟ ꠀꠇ

ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক
এল.এল.বি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), এম.এস.এস (অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পি এইচ ডি (লন্ডন), সিনিয়র এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট, নাগরি স্বীকৃতি আন্দোলনের রূপকার

নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ
স্থাপিত: ৭ মে ২০১৫
প্রতিষ্ঠাতা: ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক
বর্ষিজোড়া, মৌলভীবাজার

ছিলেটি ভাশার বেআখরন
ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক

বারইবার তারিক জুলাই 2018

বইর মালিক
লেখক

পরচ্ছদ -কমপিউটার ও কমপোজ
চৌধুরী নাগরি পাবলিশারশ

দাম দু শ টেখা

সহযোগিতায়
নাগরি একাডেমি
নাগরি বরনে ছিলেটি ভাশা শিকরিতি পরিশদ

উতশরগো

ছিলেটিদের মার ভাশার(মাতৃভাষা) নাগরি বিপলবে
ছিলেটি জাতির শেরা শনতান যেরা
নাগরি ছিফাই তারা দিন রাইত কাম কররা তারার উদদেশেএ....

এই বই এর ফএলা খনড বেআখরন পড়লে হখলে খইবা বানান ভুল। কারন ফাককা ছিলেটি ভাশাএ বাংলা লেখতাম খরি ছিলেটি ভাশার নাগরিতে নিচ্ছর হরফ নাই ও জোড়া হরফ (যুক্তাক্ষর) নাগরিতে নাই এর লাগি নিচ্ছর হরফ ও জোড়া হরফ (যুক্তাক্ষর) বেবহার করছি না।
জেমন
অ , ঈ , ঊ , ঐ , ঔ , ঙ , ঞ ,ণ য , ষ , স , ঢ় , য় ,ৎ , বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু।

তুরা মাত

ইতা বহুত খুশির মাত ছিলেটি জাতির লাগি এত তাকি খুশীর খতা কিতা হইত ফারে জে ছিলটি ভাশার ইতিহাশে ফএলা ছিলটি বেআখরন বারর। মুই ফএলা লেখক হিশাবে ছিলেটের মাঝে বই পুশতকে ছিলেটি জাতি, ছিলেটি ভাশা সতনতরো ভাশা ,ছিলেটি ভাশা আমরার মার ভাশা (মাতৃভাষা) ছাপিআ তুলি ধরছি।এর আগে কেহ আগাইআ আইছন না।যেরা ছিলেটি ভাশারে মার ভাশা মনে খরইন তারার লাগি ছিলেটি ভাশার এগু বেআখরন আফনারে আতো তুলি দিরাম।এর আগে খেহ লেখছইন না।খুব গরবের খতা খুশির খতা। নাগরিতে ছিলেটি খবরর কাগজ বারইছে ছএ শংখা ।আমরার ভাশা উপ ভাশা বা আনচলিখ ভাশা নাএ।আমরার এটা মার ভাশা ।সামনেদি আর ছিলেটি জুআনরা আরও ভালা খরি বার খরবা। ইটারে আমরা উদদার করার চেশটা খররাম এই বই দিআ।

ছিলেটি ভাশা দুনিআর মাঝে এখটা শহজ শরল ভাশা কারন তুরা হরফ আর যুকত হরফ নাই। আমরার ভাশার মালিক হখল ছিলেটি ।এর লাগি এটির বানান ছিলেটিরা ঠিক করবা। মুই ফোনে ভারতর মনিপুর আশাম ছিলেট বহুতর লগে মাতিআ ছিলেটি ভাশার বানান ঠিক খরার লাগি কমিটি ফএদা খরি।ছিলেটি ভাশার লাগি ইতা বড় কাম।যেরা আমার ডাকে বানান দিছইন তারারে দইননবাদ। এই বই এ শাদ দিছইন নাগরি ছিফাই শাববির আহমদ ফএলা বেটি নাগরি ছিফাই মার্জিয়া সিদ্দিকা লিপি, মানজুর হোসেন হাবিবুর রহমান জোসেফ ,সালেহ আহমদ সাকী শহ হখলরে দইননবাদ জানাই।
আলিম চৌধুরী কমপিউটারে ডিজাইন আর শেটিং না খরলে তো বই বারইলো না হনে।তানে বড় এগু দইননবাদ । হাতই মে নাগরি দিবশ ।এই দিন ছিলেটিদের ভাশা দিবশ।এই দিন মর ডাকে নাগরি বিপলব শুরু হএ। ফএলা ছিলেটি বেআখরন এর হখল ভুল মানিআ লইলাম। এই বই শন বাশ দি বানাইলাম ।নআ জুআন হখলে ইট পাথর দিআ বানাই বা ।জএ ছিলেটি ভাশা জএ নাগরি ।

ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক

শুচিপতরো (সূচীপত্র)

ছিলেটি ভাশার নাগরি হরফ ...... ৯ -১০
খওআ (উচছারন) ১১- ১২
নাম ফদ (নাম) ১২ ১৩ ১৪ ১৫
আরখ নাম (সর্বনাম) ১৫ ১৬
খাম (ক্রিয়া) খামর শমএ(কাল) ১৭ ১৮
এখটা বুজাএ ১৮
নামর হাল পদ (বিশেষণ)খামর হাল পদ (বিশেষণের বিশেষণ) ১৯
খতাবাড়ানি (ভাব সম্প্রসারণ) ২০
ছিলেখ (বাগধারা) ২১
রুফ (লিঙ্গ) ও উলটা শব্দ (বিপরীত শব্দ) ২২
এখখানো খরা (এক কথায় প্রকাশ) মিলানি (সন্ধি বিচ্ছেদ) ২৩
বাটটি খরন(সমাস)/ডাখার শবদো(সম্বোধনমূলক শবদো) ২৪
রাগ দেখানি (রাগ প্রকাশ)ভাব দেখানির শবদো (অনুভূতিমূলক শবদো) শমএ বুজাইবার শবদো (সময় নির্দেশক শব্দ) ২৫
জোড়া হরফ(যুক্তাক্ষর) ২৬
বাংলাএ ছিলেটি শবদোর বানান ২৭
পতরো ২৪-৩৩
মাইর গেছে পতরো (কুএত তনে)
ইআরর গেছে পতরো (ভারত তনে)
ইআরর গেছে পতরো (রাজনগর তনে)
বানদবির গেছে পতরো (ভারত তনে)
ইআরর গেছে (রাজনগর তনে)
ছুটির দরখাছত ৩৪
বিআর দাআত ৩৫-৩৬
হখলতা খওআ (রচনা) ৩৭-৫৮
হাত খরা --
দুরমুছ -
বরাক ও শুরমা নদি -
হাড় -
ছিলেটি ভাশার শিকরিতি -
ছিলেট জাতি -
আলাদা ভাশা -
ছিলটি ভাষার- শিকরিতি'-
(আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি) -
জাতির শেরা ফুআইন (শ্রেষ্ঠ সন্তান) -
নাগরি বিপলবের পরোকাশনা(প্রকাশনা) ও খরচ
নাগরি শিককক -

নাগরি ছিফাই (নাগরি সৈনিক)-
মার ভাশা (মাতৃভাষা) - ছিলেটি ভাশা -
নালি হাগ -
নাগরি বানান -
ছিলেটি ভাশাএ নআ শবদো -
নাগরি একাডেমি -
আদি (শীতল পাটি) -
আননা মুকি -
মুগইর -
নাগরি দিবশ -
মণিপুরে নাগরি বিপ্লব-
নাগরি বিপলব
নাম দছতগত ৫৯
বাংলা ভাশাএ ছিলেটি শুদদো বানান কমিটি ৬০
জোড়া হরফ বেবহারের পরোতিবাদ ও নিনদা ৬১

দুই নমবর খনডো
মার ভাশা শংগেরামে (মাতৃভাষা সংগ্রামে) ছিলেটি জাতি

ছিলেটি ভাশার নাগরির ইতিবিততো (ইতিবৃত্ত) ৬২-৬৪
দলিলে নাগরিতে দছতগত ও মেআদ ৬৫
ছিলেটি জাতির করনিএ ৬৬
ছিলেটি জাতি ৬৭
এক নজরে ছিলেটি নাগরি ও কলেজে আলোচনা ৬৮-৬৯
পরিশদের কমিটি ৭০-৭৩
বাংলাদেশ ও ভারতের শরকারের নিকট শারকলিপি ৭৪- ৭৭
নাগরিতে পাচটি দোকানের শাইন বোরড ৭৮ ৭৯
চাইর জেলাএ শংবাদ শমমেলন ৭৯-৪০
ছএ শংখা পরোকাশিত নাগরি পেপার ৮১- ৮৩
গন শাককর ও গন মিছিল ৮৪
নাগরি হরফে উনিশটি ওআল লেখা ...... ৮৫ - ৮৭
হাইলাকানদি কমিটি ও হরফের শাইন বোরড ৮৮
বাশশটি নাগরি হিখা
পরোতিযোগিতার তালিকা ৮৯-৯১
কয়েক জন নাগরি ছিফাই(নাগরি সৈনিক) ৯২
নাগরি দিবশ ছাব্বির আহমদ ৯৩
ঠাকুর মিলন শেখ ও এম পির কাছে শারখ লিপি ৯৪
ওভিমত ৯৫
মর খতা ও মশলার শনদুখ ৯৬

ছিলেটি ভাশার নাগরি হরফ

ছিলেটি ভাষার অককরের নাম নাগরি ।বহুতে ভূল করে খইন নাগরি ভাশা।ভাশা খইলে খইতে হইব ছিলেটি ভাশা ।আর অককর খইলে খইতে হইব নাগরি অককর। বচন আছে জে আড়াই দিনে নাগরি হিখা যাএ। নাগরি অককর তেত্রিশটি ।পাঁচটি শরবরন (স্বরবর্ণ) আর আটাইশটি বেনজন বরন(ব্যঞ্জন বর্ণ)শরবরন আ ই উ ও এ আর হখলটি বেনজন বরনো।

ও, য়, অ- এ তিনটির বেবহার হএ বাংলা ভাশাএ।   নাগরিতে খালি ‘ও’ ব্যবহার করা হএ। বাংলা ভাশাএ শ, ষ, স তিনটির বেবহার হএ আর নাগরিতে শুধু কেবল ষ.স পরিবর্তে শ বেবহার হএ।
নাগরিতে ো (ও-কার)-এর বেবহার নাই। এর পরিবর্তে সব সময় ু (উ-কার) বেবহার করা হয়।
বাংলা ভাশাএ ,ি ী-কার দ টা ব্যবহার করা হএ তবে   নাগরিতে শুধু ই-কারের বেবহার হএ। নাগরিতে আ আর র দেখতে সমান ।তবে আ এর টান লমবা আর র এর টান হুরু।

অ , ঈ , ঊ , ঐ , ঔ , ঙ , ঞ ,ণ য , ষ , স , ঢ় , য় ,ৎ , বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু - এই শোলটা হরফ নাই ছিলেটি ভাশার নাগরিতে। বাংলাএ ছিলেটি ভাশা লেখার সময় উফরর হরফ ব্যবহার করিলে বানান ভুল হইব।
উফরর হরফ ব্যবহার করিআ ছিলেটি ভাশার আলাদা বৈশিশট রাখছইন না ।ইটা ওংগ   ভাশার মত বাংলার ওংগ ভাশা হই গেছে।এখটা শাদিন দেশর শারভভোমতত থাকা লাগে ।ওমলা ভাশার শাদিনতা থাখা লাগে।আমরা যদি আরখ ভাশার ষ স বেবহার খরি তে নিজর ভাশা টিকব খিলা।নিছর ভাশা বাচাইতে হইলে আইজ তনে আমরা নিছর ওককর ছাড়া বাংলার কোন হরফ বেবহার করতাম না।ইতা মর আবদার ছিলেটি হখলর গেছে।

ছিলেটি ভাশার নাগরি হরফ

খওআ (উচছারণ)

জেছা ভাশার বেআখরনে   ১/খওআ (উচ্ছারণ) ২/শবদো (শব্দ)   ৩/ বাইককো (বাক্য) ৪/ ওরথো(অর্থ) এই চাইরটা মুল জিনিশ।তাহা ছাড়া রুফ (রুপ)ছনদো (ছন্দ) ও ওলংকার (অলংকার)বাড়তি ওংশ থাকে।
ফারশিআনরা (ফার্সিয়ানরা) স হরফ কে হ খইথ। তারা শিনদু নদিকে (সিন্ধু নদী) হিনদু নদি খইথ।হিনদু শবদো তারার উফহার।এই শবদো থাকি হিনদুশতানর নাম হইছে।ফারশি , আশামি ও ছিলেটি ভাশাএ স হরফ আর শ হরফকে হ খওআ হএ
ছিলেটি ভাশাএ
জেমন
শালা না খইআ খইন হালা ।
শালি না খইআ খইন হালি ।
শামুক না খইআ খইন আমুক ।
সাপ   না খইআ খইন হাপ ।
সাত না খইআ খইন হাত।
সাতার না খইআ খইন হাতার ।

আরবার বহুত শবদো
হা রে আ দিআ খইন।
জেমন
হাওর রে খই আওর।
হাসা রে খই আশা।
হাত রে খই আত।
হাসপাতাল রে খই আশপাতাল ।
হাঁস রে খই আশ।তুরা তুরা শবদো বাদে

হখল শবদো এভাবে খই না।
আমরা ছিলেটিরা ছিলেটি ভাশা লেখাত বেবহার না করার কারনে আমরার খওআত (উচ্ছারণ) বদলি যার ।বহুত টা বদলি গেছে। হততইর আশি বছর আগে আমরার বাপ দাদায় খইছন ছিলট যাইতা ।তারা খওআত (উচ্ছারণ)আছিল ছ দিয়া ছিলট।এখনখুব জুআন হখলে খইবা সিলেট যাইতা ।তারার খওআত (উচ্ছারণ)স দিয়া।আমরার ভাশা ধরিয়া না রাখতে পারায়   আমরার হুরুরতারা বাংলা ভাশার লগে মিশি যার।আশল ছিলটি ভাশা খওআত হারি যার ।ছ হরফ হই যার বাংলা স হরফ।আমরার ভাশা বাচাইতে হইলে ইশকুল কলেজে ছিলেটি ভাশা চালু করা জরুরি।

নামফদ

জে শবদ দারা কুনু মানুশ, ফশুফাখি, জাগা, জিনিশ, দোশ, গুন বা হখলতার নাম বুজাএ, ইখটারেও নামফদ খএ।
জেমন:-

আনফর আলি(মাইনশর নাম)
মুগইর (হাতল)
গললাশ (গ্লাস)
ডাখতর (ডাক্তার)
মাশটর (শিক্ষক)
দুরমুছ(মাটিকে সমতল করার হাতল)
গরছি(বাশের টুকরা যা দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়)
উলশ (লেপ তোষকে থাকে পোকা)
আটাইল(গরু ও মহিশের গায়ে থাকে)
মেড়ি (ভেড়া)
গাই (গাভী)
শুরমা (নদীর নাম)

মুলইবাজার (জায়গার নাম)
ঝাথা(হাঁস ও মুরুগ ধরে রাখা হয়)
হেওত (পানি সেচ করা হয়)
মুলি বাঁশ (এক জাত বাঁশ)
বরুআ(এক জাত বাঁশ)
ঝালা (চারার জন্য বোনা ধান)
উকা (মাছ ধরা হয়)
ফেইন (খড় একত্রে রাখা)
হার (মই এর মত বানানো)
মাছান (শষ্য উপরে উঠার বাঁশের তাক)
হির (কোনা)
আওর (হাওর)
হরগা /হগরা (মাছ ধরার জন্য বাশের তৈরি)
গোফাট (গরু চলাচলের রাস্থা)
রাজাইল (ক্ষেতের জিনিষ ও ধান এগুলা নেওয়ার রাস্তা)
জাংগাল (কার বাড়ী হয়ে যাওয়ার অস্থায়ী পথ)
দাড়া (হুকনার দিন বন্ধের মাঝ হয়ে কোনাকুনি যাওয়ার অস্হায়ী পথ)
খিকড়ি/খেলকি(জানালা)
কলামেসিন (উড়োজাহাজ,)
বুডবুটি (মটরসাইকেল)
ইশকুল (স্কুল)
আরিফরি(প্রতিবেশী)
ছিফাই (পুলিশ)
এনডা বা বইদা (ডিম)
গোছ (মাংস)হুকইন(শুঁটকি)
বিআন(সকাল)মাধান(দুপুর)
হাইনজাবালা(সন্ধ্যাকাল)
খালানজিবালা (শেষ রাত্রিকাল)
ফটিক(ড্রইংরুম)
খাটাল(ডাইনিং রুম)
উন্দাল(রান্নাঘর)

টাটটি(টয়লেট)
খেওড়(দরজা)
উড়কা(দরজার খিল)
কুরতা (শার্ট)
তফন(লুঙ্গী)
রাজাই= লেপ
হুরইন(ঝাড়ু)
খরখরা(বাহিরের ঝাড়ু দেওয়ার)
মেকুর(বিড়াল)
ঝুলি= ব্যাগ)
শংখই (ব্যাগ)
হাড়া (দুই ঘরের মাঝখানের ফাঁকা স্থান)
বরতন(থালা)
খটটা(বাটি)
ছিফ(চামচ)
উড়ি/দুছুন (টুকরি)
হেংগা (2য় বিবাহ)
হোংগা (চুমা)
হেনেশ (সর্দি)
ফেটছলা/ফেটলামা (ডায়রিয়া)
গেরান(ঘ্রাণ)
লউ(রক্ত)
বআর(বাতাস)
লুককা(আগুনের ফুলকি)
হুদদর (আপন)
টেখর(আঙ্গুল দিয়ে মাথায় আঘাত করা)
খিছালতি(তামাশা)
নাইমুড়ালো কামড়(পেটব্যথা)
ইল্লত(কৃমি)
বিছইন(হাতপাখা)
বিরতুং(আনারস)

বাততিক (আধাপাকা ফল)
খইলা(কলস)
ফিআলি (চায়ের কাপ)
তছলা (ডেগ/ডেক্সী)
চেরা(চেহারা)
মানু(মানুষ)
কদু(লাউ(
গুআ(সুপারি)
কেরেছ তেল (কেরাসিন)
ছালি (পাতা বা কাঠের জ্বালানো পাউডার)
আংটা(কাঠের জ্বালানো বড় টুকরা)
ধাইর (বারিন্দা)
ঘগা(গলা)
রারি (গরু যৌথ ভাবে চড়ানো)
বাইত (বমি)
ভইচাল (ভূমিকম্প)
গিলু(মগজ)

ডাখর নাম (সর্বনাম)

কুনু কিছুর নামর ফরিবরতে জে হখল শবদ খওআ ওএ বা ডাখা ওএ, ইখটারে ডাখর নাম খএ।

জেমন:-
মুই - আমি
মর - আমার
আমরার - আমাদের
হের - তার
হেরার - তাদের
তান - উনি
হখল - সকল
তাইন - উনি

তারার - তাদের
ইখটা - এটা
ইনো - এখানে
হনো - ওখানে।

ডাখর নামে দিআ তুরা বাইককো
জেমন ,

মুই খালাইনজাবালা ঘুম তাকিআ উটিআ নমাজ পড়ি।
মর গরম ভালা লাগে না।
আমরার বাড়ি আছে।
হের বাফ নাই।
হেরার বহুত টেখা আছে।
তান ভালা এখটা গাই আছে।
তাইন মিছা খতা খইন না।
ইনো মসজিদ আছে ।
তারার নাম ফরদত নাই।
হখলে হাছা মাতা দরকার।
ইখটা গুনে ধরা শনদুখ।
হনো ভালা কুরতা পাওআ যাএ।

থাম(ক্রিয়া)

জে হখল শবদএ থাম খরা বুজাএ, ওউ শবদ হখলরে খএ থাম।

জেমন:-

আইআর (আসা)
জাইআর (যাওয়া)
খাইআর (খাওয়া)
নাইআর (গোসল করা)
দইআর (ধৌত করা)
ছাড়িআর(ছাড়া)
ডাকিআর (ডাকা)
ছিললাইআর(চিৎকার করা)
কুড়িআর(খনন করা)
মারিআর(আঘাত করা
দিআর (দেওয়া)
চুইআর (স্পর্শ করা)
বইআর (বসা)
তুলিআর(তোলা)
রানদিআর(রান্না করা)
উয়াইআর (বাতাস দেওয়া)
ফড়িয়ার(পড়া)
খরিআর (কোন কিছু করা)
গাইআর (গাওয়া)
খাউজাইআর (চুলকানি করা)
উলটাইআর(কোন কিছু ঘুরানো)
ফালটাইআর (পরিবর্তন করা)
আগুআনি(অগ্রসর হওয়া)
থাবানি (থাপড় মারা)
উংগানি (ঘুমের ভাব)
বেমরানি (মুখ দিয়ে শব্দ করা)
চিরানি(টিটকারি করা)
খুদানি (তেড়ে যাওয়া)
ঘুচলানি (এলোমোলো করা)

থামর সমএ(কাল) তিন জাত

১/জে শবদএ ওখন কুনতা খরা বুজাএ ইখটারে ওখনকুর সমএ খএ (বর্তমান কাল)।

২/জে শবদএ পিছে দিআ কুনতা খরা ওইছে বুজাএ, ইখটারে পিছর সমএ খএ (অতীত কাল) ৩/আর জে শবদএ হমখে দি কুনতা খরা ওইবো বুজাএ ইখটারে আগর সমএ খএ (ভবিষত কাল)

ওখনকুর সমএ পিছর সমএ আগর সমএ এর খিচু নমুনা

১।খরিআর	খরছিলাম	খরমু
২।জাইআর	গেছলাম	জাইমু
৩।খাইআর	খাইছিলাম	খাইমু
৪।খইআর	খইছলাম	খইমু
৫।ফড়িআর	ফড়িছলাম	ফড়মু
৬।খেলিআর	খেলছিলাম	খেলমু
৭।বানাইআর	বানাইছলাম	বানাইমু
৮।ফাঠাইআর	ফাঠাইছলাম	ফাঠাইমু
৯।ছুটাইআর	ছুটাইছলাম	ছুটাইমু
১০।হামাইআর	হামাইছলাএখটা বুজাএ	

এখটা বুজাএ

(এক বচন) বেশি বুজাএ (বহু বচন)

জে কুনু কিছু এখটা বুজাইলে এখটা । এখটা তনে বেশি বুজাইলে বেশি মনে করা হএ।

জেমন
এখটা........এখটার বেশি
ফুআ ফুআইন
বেটা বেটাইন
ইখটা এগুন
মাছগু মাছগুইন

ছিলেটি ভাশাএ ইন ও গুইন লাগিআ এখটা ও এখটার বেশি বুজাএ।

জেমন পাখিগুরে মারলো খে

এখটার বেশি পাখি হইলে পাখিগুইনরে মারল খে এই ভাবে হএ।

নামর হাল পদ (বিশেষণ)

জে শবদো কোন নাম ফদের চেরা ফুটাই তুলে এশব শবদোরে নামর হাল ফদ খএ।

জেমন
মর ধলা রং এর মেখুর আছে ।
মুই হুরু হাতখরা ভালা পাই।
মুই এগু কালা রং এর গাই কিনমু।
আইজকুর দিন ফর লাগের ।
আমরার ঘর বাতিএ ঝলঝলি খরের।

উফরে
ধলা, হুরু,কালা ফর ঝলঝলি শবদো গুইন নামর হাল ফদ।এই শবদো দিআ নাম ফদের হাল বা ওবশথা খইআ দেওআ হইছে।কোন রং এর গাই মেখুর ও হুরু হাতখরা দিন ও বাতি কিলাখান খইআ দেওআ হইছে।

থামর হাল ফদ (বিশেষণের বিশেষণ) জে শবদো কোন কামর গতি বা ওবশতা বুজাএ ।তারে থামর হাল পদ খএ।

মুই জলদি ভাত খাইছি ।
তান জে লাহ লাহ হাটরা।
মর নআ শাট পাইআ জে খুশি হইছি ।
আমরার শাহশ খরি বাঘরে মারলাম।

উফরে জলদি, শাহস, লাহ লাহ আর খুশি শবদো দিআ থামর হাল বা ওবশতা বুঝাইনি হইছে।জলদি ,খুশি লাহ লাহ আর শাহশ এই চাইরটি শবদো থামর হাল পদ ।

খতা বাড়ানি (ভাব সম্প্রসারন

জে হখল বাইকক দিআ বিশেশ কুনু বিশএ বুজাএ, তার বরননা খরাই খতা বাড়ানি।

জেমন:-

১। চুরর দশদিন আর শাউধর এখদিন।
২। বনর বাঘে খাএ না মনর বাঘে খাএ।
৩। শুখে থাখলে ভূতে কিলায়।
৪। চুরে চুরে আলি আর এখ চুরে বিআ খরে আরখ চুরর হালি।
৫। আতে জার ওএ না, হাতাইশেও ওএ না।
৬। উচিত মাতর ভাত নাএ, রাশতা বাএদি ফথ নাএ।
৭। চুরর মনও ফুলিশ ফুলিশ।
৮। খম ফানির মাছ বেশ ফানিত ফড়লে হাবুডুবু খাএ।
৯। জার লাগি জার ভাব তার ছাআ দেখলেও লাভ।
১০। চুরর মার বড় গলা।

আর খিছু জন পিরিও খতা বাড়ানি
আগে মাতরির বিআ হএনা ।
আওরর গরু মামা হউরে দান।
হাছা মাতরার ভাত নাই।
চুরর মন খিরা খেত।
খুততার লেংগুর ঘি দি মানজিলে শিধা হএ না।
খম পানির মাছ বেশ ফানির পড়লে হাবুর ডুবুর খরে।
বাশ থাকি ছিঙলা বড়।তিন কুটাএ বানগইন পাড়া।
ভাইনা কুটুম নিমহারাম।
গেলে এখ দোশ না গেলে তিন দোশ।
হাতে যার হএ না হাতাইশে তার হএ না।

ছিলেটি ছিলেখ (বাগধারা)

জে শবদ বা শবদ হখল বাইককর মাজে বেবহার ওইআ ওরথর দি বিশেশ কুনু বিশএ বুজাএ, ইখটারে ছিলখ থএ।
জেমন:-

১। আলেরও না বিচেরও না- কুনু থামের নাএ।
২। মার নাম ওইচে তেতই বানদি,ফুতের নাম সুলতান খা- কুনতা না থাখা ফরেও মস্তানি খরা।
৩। নাএ গেলেও ফথ নাএ, তরে গেলেও ফথ নাএ- চাইরোবাএদি শমইশশা
৪। মুরখ মার ঘরের ফনডিত ফুত- থুড়া জানিআ ফটর ফটর খরা।
৫। জার মনও জেটা জাগিআ উঠে ইটা-জে জেটা খরে হে ওউটাও মনও খরে।
৬। নাছতে না জানলে উঠান তেড়া- না ফারলে বাহানা খরা।
৭। চুর গেলেগি বুদদি বাড়ে- সমএর কাম সমএ না খরা।
৮। জাতর ফুড়ি খালা বালা, গাংগর ফানি গোলাও বালা- বাদ ছুনদর থাকি বালা আচরনর ওছুনদর ও বালা।
৯। আফনা থাকি বেগনা বালা আর ফানি থাকি ফেখ বালা- বেআখল আফনা থাকি গিআনি শতরুও বালা।
১০। বাএরেদি ফিটফাট আর ভিতরেদি শদরঘাট- কুনতা না থাখা বাদেও উফরে উফরে মচমচি খরা।

রুফ (লিঙ্গ)

বেটারুফ(পুরুষ লিঙ্গ) বেটিরুফ (স্ত্রীলিঙ্গ)
জে হখল শবদএ বেটা বুজাএ, ইখটারে বেটারুফ শবদ থএ। আর জে হখল শবদএ বেটি বুজাএ ইখটারে বেটিরুফ শবদ থএ।
জেমন:-
১।ফুআ - ফুরি
২।মাই - বাফ
৩।বেটা - বেটি
৪।তালই - মাওই
৫।খামলা - খামলি
৬।ভাইছাব - বুআইছাব
৭।দেওর - ননদ
৮।হওর - হড়ি
৯।হখির - হখরানি

উলটা শবদ (বিপরীত শব্দ)

জে হখল শবদ আরখ শবদের উলটা ওরথ বুজাএ, ইখটারেও উলটা শবদ থএ।
জেমন:-
১।উচা - নিচা
২।ডাইন - বাউ
৩।আগে - খরে
৪।রাইত - দিন
৫।ফর - আন্দাইর
৬।বিজা - হুকনা
৭।খাচা - ফাখনা
৮।বালা - বুরা
৯।খালা - দলা

একখানো খরা (এক কথায় প্রকাশ)

এখের বেশি কুনু বাইককরে থুড়া শবদ বা এখটা শবদএ বুজানি রে থএ একখানো খরা।
১।বেশি মাতে জেগু =বেশমাতরা
২। এখজনর মাত আরখজনর ঠাই লাগাএ জেগু- লাগাউরা
৩।আমল খাছলত খারাফ জেগুর =বেখাইছলত
৪।দিশা নাএ জেগুর = বেদিশা
৫।উলটা বুজে জেগু =উফতা
৬।এখ রগ তেড়া জেগুর = আনাড়ি
৭।চুক আছে আর আখল নাই = চুকুমবুদাই
৮।যার খম আখল = বেআখল।
৯। আঠার লাখান লাগিআ থাখে জেগুএ-চেছড়া।

মিলানি (সন্ধি বিচ্ছেদ)

লাগালাগি দুইটা শবদো এখ সাথে মিলআ ওরথোফুরনো জে শবদো ছিশটি খরে, ইখটারে মিলানি থএ।
জেমন:-
১। ফরি+ইককা=ফরিককা।
২। নাতি+বউ=নাতিবউ।
৩। লো+ওন=লবন।
৪। জাবত+জিবন=জাবতজিবন।
৫। নাতিন+জামাই=নাতিনজামাই।
৬। মাশটর+ইনি=মাশটননি।
৭। রাজা+বাড়ি=রাজবাড়ি।
৮। ভাই+ছাব=ভাইছাব।
৯। হকির+ইনি=হকিননি।

বাটটিখরন (সমাস)

খএকটা শবদো মিলিআ ওরতোফুরনো জে শবদো ছিশটি খরে, ইখটারে বাগটটি খরন থএ।
জেমন:-
১। বই ও ফুশতক=বইফুশতক।
২। রাজার ফুয়া=রাজকুমার।
৩। মা ও বাফ=মা-বাফ।
৪। মহান জে নবি=মহানবি।
৫। বিআর লাগি ফাগল= বিআফাগলা।
৬। ফথের রাজা=রাজফথ।
৭। আশের রাজা=রাজআশ।
৮। নাতির বউ=নাতিবউ
৯। খানে খানে জে মাত=খানাখানি।
১০। তুমি আমি ও হে=আমরা।

ডাখার শবদো (সম্বোধনমূলক শব্দ)

১/ ঠাকু ভাইছাব(সকল থেকে বড় ভাই রে ডাকা হয়)
২/ নিআ ভাইছাব (বড় ভাই রে ডাকা হয়)
৩/ ঘুরা ভাইছাব ছুদনর ভাই যেন তানে ডাকতা)
৪/ হুরু বুআই (ছোট বোনকে ডাকা হয়)
৫/ মাইজম বা মেজো বুআই (মধ্যম বোনকে ডাকা হয়)
৬/ বর বুআই(বড় বোনকে ডাকা হয়)
ঠাকুর দা(দাদা)ঠাকুরদি (দাদি)

এর ফরে মেজদা , সেজদা, মিআ ভাইছাব, সেজো বুআই ,হুরু আব্বা, হুরু মা ডাকা রেওআজ আছে।

রাগ দেখাইবার বাইককো (রাগ দেখানোর বাক্য)

১/ তাবা মারিআনু দাত হখলটি ফালাই দিমু।
২/ কিল মারিআনু গাড়িলাইমু
৩/ ইটা মারিনু কানা খরিলাইমু ।
৪/ এখটা মারলে আরখটা মারার জেগা থাকতো না।
৫/ উশটা মারিনু নাখর জালা ছুটাইলামু।
৬/ আরখবার মাতিআ দেখ কিতা খরি ।
৭/ এখদিন মারলেনু এখশ দিন আতাইবে।
৮/ বেশি মাতছ খিতা শাশি ছিড়িআনু হাত আনিলাইমু ।
৯/ লাত মারিআনু ভাত বার করিলামু ।
১০/ছিনরেনু খার লগে মাতরে।
১১/ খইআ দিলাম ওউ হিশাবে মাতিছ।

ভাব দেখাইবার শবদো

(অনুভূতিমূলক শব্দ)
যে ভালা ফাইছি (ভালবাসা প্রকাশ করা)
ও শোনা মাই গো (ভয় বা দুঃখ প্রকাশ করা) বেতালা ওইছে
((ধন্যবাদ প্রকাশ করা)
হাসতে হাসতে জান বারইজার(আনন্দ প্রকাশ করা)মরখিরর বলা (বোঝা প্রকাশ করা)

শমএ বুজাবার শবদো (সময় নির্দেশক শব্দ)

বিআন(সকাল)মাধান(দুপুর)
হাইনজাবালা(সন্ধ্যাকাল)
খালানজিবালা (শেষ রাত্রিকাল)
ফতাবালা (শেষ রাত্রকে বুঝায়) আগ রাইত(সন্ধার পর)

জোড়া হরফ (যুক্তাক্ষর)

ছিলেটি ভাশার নাগরিতে জোড়া হরফ (যুক্তাক্ষর)নাই। বাংলা জোড়া হরফ (যুক্তাক্ষর) গুলা খিলা ছিলেটি ভাশাএ বাংলাএ লেখা লাগব নিচে তার নমুনা ।

বুদ্ধি = বুদদি
পরীক্ষা = পরিককা
আঙ্গুল= আংগুল
পাঞ্জাব = পানজাব
চঞ্চল = চনচল
চলন্ত =চলনতো
পণ্ডিত = পনডিত
জ্ঞান = গিয়ান
পরিষ্কার =পরিশকার
বিজ্ঞান = বিগগান
তুষ্ট =তুশটো
বিদ্যা = বিদদা
পোস্টার =পোশটার
নষ্ট = নশটো
উড়ন্ত =উড়নতো
বাক্স = বাশকো
চাঁদ ="চানদ
রিক্সা =রিকশা
চমৎকার = চমতকার

ঈ, ঐ, ঔ- এই তিনটি হরফ নাই ।এর লাগি ঈ-কার, ঐ-কার, ঔ-কার নাগরিতে ব্যবহার নাই।ঈকার না থাকাএ 'নাগরী' -ঈকার এর লেখা ভুল। নাগরি 'ইকার দিআ লিখা শঠিক হইব ।

ঙ, ঞ,ণ,য,ষ,স,ঢ়,ৎ,: চন্দ্রবিন্দু না থাকাএ যুকত ওককর (যুক্তাক্ষর) এর বেবহার নাই ।আমরার বাপ দাদারা ছ দিআ ছিলেট উচছারন করছইন।এবলা বাংলার লগে বহুতে স দিআ উচছারন করইন।স নাই তাছাড়া স দিআ বাংলাএ লিখলে নাগরিতে লেখলে শ দিআ লেখা লাগত।

ছিলেটি শবদের বাংলা ভাশাএ বানান বাংলাএ বানান বা ওরথ

এখ =এক
খই = বলি /কোথায়
এখতা = একটি কথা
হাছা =সত্য
ফতা =সেহরি
ফুআ = ছেলে
ফুড়ি =মেয়ে
খইন = বলেন
কিতা =কি
কতা =কথা
আফনে =আপনে
আফা =আপা
কার =কার
ঠিক =ঠিক
আরখ =অন্যটি
ফারে =পারে
খরি =করি
ফাগল =পাগল
লাখান = মতো
কিতা = কি
হরুখালো =ছোট কালে
খইন =বলেন
কাম =কাজ
ইখথা =একটি
ফারা =ছেড়া
আতো =হাতে
আরো খান =আরেকটি
খরবা=করবা
খেনে=কেন

লেখকরা ছুনদর ছুনদর চিটি নিজে লেখিআ যেছার নাম দিআ বেআখরন ছাপইন ।মুই ইতা খরছি না।এখে বারে পাকা। আশাম মণিপুর ছিলেট ফনে মাতিআ পতরো লেখাইছি ।যাতে ছিলেটি জাতির মাজে পতরো লেখকের মাআ মহবত বাড়ব।তারা জানে খে লেখছে তারার গেছে।

মাইর গেছে ছিঠি (কুএত তনে)

১০/৬/২০১৮

ফরানর মাইজি

মাইজিগো, চিটির ফয়লা মর ছালাম নিও। আফনে ভালা আছইননি? বাড়ির হখল ভালা নি, কিতা খররায় হক্কলে? মর লাগিয়া চিনতা খরিওনা, মুই ভালা আছি আর খাইআর ঠিক মত। ও মাইজি, হগরর চাছি আমমা ভালা নি? চাচা জিরে আর চাচি আমমারে মর ছালাম দিও। খইও মুই ভালা আছি। মাইজিগো, তুমার লাগিয়া জে জানে টানের খত দিন ওইছে দেখিআর না! ইতা মনে ওইলে খালি মর খান্দন আএ। হেদিন গো মাই খুআফে দেখছি তুমারে! মাইজি তুমার আটুর বিশ খমছে নি? জেতা মলম ফাটাইছি ওতা দিয়া মানজিআ দিও ফাউ। মাইজি শিতর দিন আইছে খমল ওখান বার খরিআ উড়িও, শমালি খইও না। মুই ইবার আইতে আরেখান আনমু। মুই আরামে আছি গো মাই, খালি কশট ওইজার আছতা দিনে খাম থাকি আইআ রানদিআ খাইতে ভালা লাগেনা! আগর খতা মনে ফড়ে গো মাই তুমি ভাত ছালম মর কুটাত রুজ রাইত টেবুলর মাজে রাখতাএ গুরিআ । ইতা মনে ওইলে মর বুক ফাটিআ খান্দন আএ গো মাইজি! ।

ও মাইজি, তুমি মর ছিটি ফড়িয়া খানদিও না,মর লাগিআ দুআ খরিও মুই ভালা বাবে জেলা ফিরিআ আইতাম ফারি তুমার বুকুত। মাইজিগো, মুই কফিলর লগে মাতিছি বাড়িত আইতাম খরিতাইন খইরা ৫ মাশ ফরে ছুটটি দিবা। মুই কিতা আনতাম তুমার লাগি মরে ছিটি দিআ খইওমর জান খান উড়িজার তুমারে দেখতাম খরি।বেদেশ আইলাম গো মাই গরিব ওইছি খরিআ আননাইলে গো মাই বাড়িত থাখলাম ওনে,

ও মাই তুমার নাতি হশা ভালা নি। তারার লাগি মর জে জানে টানের। তুমার বউ ভালা নি? খইও হুরুতারে দেখিআ রাখতো। খত দিন ফরে বাড়িত আইমু। মাইজিগো ফুবর বাড়ি বড় ভাইছাবর লগে ফারলে খয়খান ফান আর দউকনোর ফুতার নাইকলর খান্দার গাছর খয়টা গুআ দিও ।আর ঘরর ফিছর গাছর জে মাটু গুআ দিছলাএ ওলা মজা লাগছে গো মাই খাইআ ।
আইচ্ছা গো মাই ভালা থাকিও হখল। বাড়ির হুরু জেরা তারারে মর আদর মমতা দিও।বড় হখলরে মর ছালাম দিও।ওখন বিদাআ নিমু গি তুমি, খাইও জানে জেতা টানে আনিআ। জেতা টেখা ফাটাইছি ওতা থাকি আলাদা খরি তুমি পাছ আজার রাখিও।জেবলা জানে জেতা খয় আনিআ খাইও। আর গ মাই হুরু মই বালানি আর মিম গুতার লাগি মর জানে জে টানের মইরে খইও ইবার আমারে আনাত ইআর ফুট মিমরে দিতা। মর লাগি দুআ খরিও মাইজি। আললাহ হাফিজ বালা থাকিও ওউ কামনা খরি।

ইতি
তুমার খইলজার টুকরা বড় ফুআ।
ছাব্বির আহমেদ

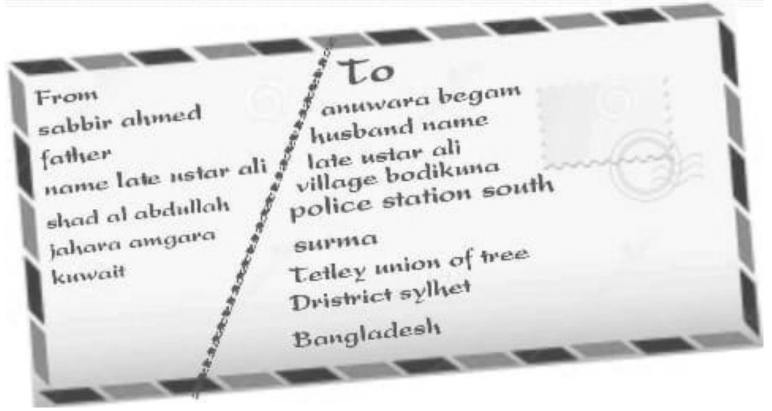

ইআরর গেছে ছিঠি(ভারত তনে)

৮/৬/২০১৮
বিআন আটটা

আমার মাআর বনদু রাহি
ফএলা মর ছালাম নিও।তুমি ভালা আছনি।মুই ভালা আছি।তোমার কলেজ বনদো হইলে আমার বাড়িতে আইও।তোমারে লইআ আশামর বেজান জাগা ফাখাইমু।আমরার ইখানো চিড়িআখানা আছে আরও বেজান জেগা আছে বরমপুতরো নদি, পোআমককা ও আজান পিরের দরগাহ আছে। তোমার মা বাফ মর ছালাম দিও ।পরিবারর হখলে ছালাম ও দোওআ খইএ ।আইচছা তে রাখি আর ভাল থাকিও আইলে শামনাশামনি মাতমু।
ইতি
তর বনদু
ইমরান হোশেন
নবম শেরেনি
(মইনুল হক চোধুরি হাইআর শেকেনডারি ইশকুল)

ইআরর গেছে ছিঠি(রাজনগর তনে)

১৭/৬/২০১৮

ফরানর বনদু শাইদুল
ফএলা মর ছালাম নিও মুই এখ মত ভালা আছি।
তর ইশকুল বনদ হইলে পরিককার পর মর বাড়িতে ফাখানিত আইও। আমরা গাউত বাগাজুরা শবুজ শংগ 1979 শালে বানাইছন ইতিহাশবিদ মুমিনূল হক ।তান আগুইআ আইআ হখলরে লইআ ধানের এখটুরা খেতর জমি কিনছইন শবুজ শংঘর নামে ।বছর বছর আমরা পাচ শ টেখার লাখান ধান ফাই ।আমরার শংখ লগে তুমার ভারতর মনিপুবর কিরিকেট টিম লইআ খেলিআ যাএ ।আমরা টিম ফেলার হখলর নাম হইল রাজু, আরিফ ,জাকার, সাবুল, তাজুল ,অনিক, সাবিরুল টিপু ,জিসান, হাসান, রুবেল ,আবিদ ,ইমন এরা।আমরা মরিআ পাচ গাও কেমশহশরো বালিগাও হখল গাওরে খেলিআ হারাইছি।
আমার বাড়িত থাকবায় খাইবাএ ।আর বহুত তা আছে শুরমা নদি মনু নদি মাজার কাওআদিঘির হাওর কমলা রানির দিঘি ও আমরা গাউত এখটা ভালা হাফিজি মদরছা আছে ইগু 1982 শালে বানাইছলা ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক তান বাফ মরহুম হাছান আলি ছাবে আর খততা দেখতে দেখতে হেশ খরতাএ পারতাএ না। আমরা দুই ভাই। মর ভাইর নাম আবিদ তালুকদার।তোমার মা বাফ ভাই বইন পরিবার হখলে ছালাম দিও।পতরর উততর দিও।
ইতি
তর বনদু
আরিফ তালুকদার

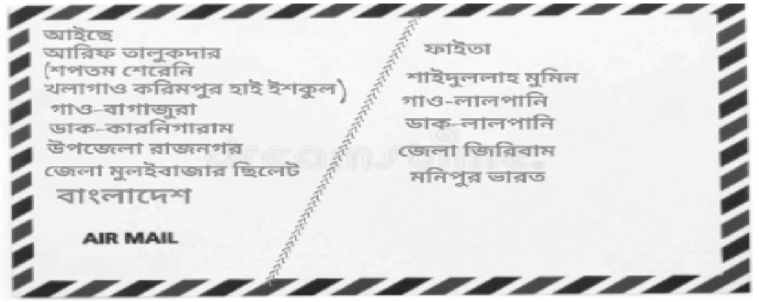

বানদবির গেছে ছিঠি (ভারত তনে)

২০/৬/২০১৮

পিরিও,মিম
ফওলা মর ছালাম লইও।তর দোআহ আললাহর হুকুমে ভালা আছি ।তর কলেজ বনদ হইলে মর বাড়িত ফাখানিত আইও।মুই তরে লইআ মনিপুবর বেজান জেগাত ফাখাইমু।আইলে দেখবাএ মনিপুর ভারতর এখ ছুনদর রাজজো।ইখানো ছুনদর পাহাড় আছে বিল আছে এখ খানো রদ আছে ।হখলতাকি মজার মাত হইলো আমরা ইখানো খালি বেটি মানশর এখ বাজার আছে।দেখতে বেজান ভালা লাগে।আমরা ইনো বড় বিল ইগুর নাম লকতাক।ইগুর পানির উপর দুটি বানদা দল আছে।এর উপরে আবার হরু হরু ঘর আছে ইতা পানিত মাছ বইআ থাকে।বিলর মাজখানো পানির উপর বড় বড় ভাশাইল পাড় হরি আছইন।বাকি জিরিবাম দেখার মত বেজান কিছু আছে।তুমি আইলে হখলতা দেখাইমু।তুমার ইনো শুরমা গাং আমরা ইন বরাক গাং।আইলে দেখবাএ।তুমি আইলে হখলতা মাতমু।আমরা তিন ভাই বোন ।মুই মাইজলা।বড় এখ ভাই হুরু এখ ভাই।আমার বাফ ইশকুলর মাশটর মা ঘরর কাম খরইন।বাকি মাত সামনাসামনি মাতমু।এবলা বিদাএ নিলাম।
ইতি
উমিম হাননুন

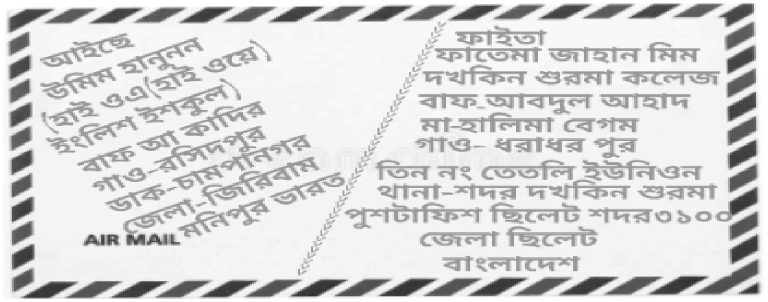

ইআরর গেছে ছিঠি (রাজনগর তনে)

২৩/৬/২০১৮

পিরিও বনদু ,রুবেল

মর ছালাম নিও।তোমার মা বাফরে ছালাম দিও।আইজ বাককা দিন ফরে তুমার খতা মনে পড়ছে, তুমি মনে হএ জান আমার ফরিককা ১০ তারিক শেশ হইব,আমি চাইরাম তুমি ফরিককার ফরে আমার বাড়িত আইবাএ ।তুমারে মুই ছিলেট শাহজালাল (রা) আর শাহপরান (রা) মাজারে লইআ জাইমু।দেখবাএনে ওখানে জত ফার, খবুতর, আর গজার মাছ সুনা রুফার খই মাছ আছে ছিলেটে । মুইলবাজারর শিরিমংগল আছে টিললা আর ছার বাগান দেখাইমু তরে।দেখবাএ নে মুইলবাজার শাহ মছতফা (রা) মাজার, ওখান জত ছউল মাছ আছে দেখবাএ নে মর বনদু জেতু বাড়িত আইব হেতু রানদিআ খাবাইমু আমার নিজর আতে।মর জে সুনদর ফুলর বাগান আছে দেখবাএ নে।আর গান গাইমু মজা খরমু,আর কবিতা লেখিআ ফড়িআ হুনাইমু নে।মর বনদুরে শমমান খরমু আর খত মজা খরমু মর তিন ভাই বইন তাছলিমা মুই,তাশপিরিআ আর তুমি বনদু মিলিআ।
বাকি খতা শামনা শামনি ওইলে মাতিমু, ওখন বিদাএ নিলাম,আর আমার ছালাম নিও,,ইতি তর বনদু,,

লিকছন
শশট শেরেনি
কদমহাটা হাই ইশকুল রাজনগর উপজেলা

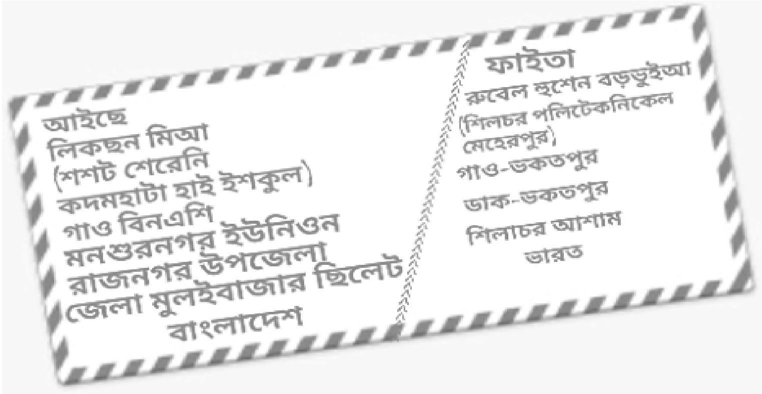

তিন দিনের ছুটি চাইআ ইশকুলের হেড মাশটরের গেছে দরখাছতো লেখা।

বরাবর,
হেড মাশটরছাব,
হাজি আছির উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়,
জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
বিশএ: তিন দিনর ছুটি চাইআ আবেদন।
জনাব,
বিনিত আবেদন এই জে, আমি অশুকর লাগি ৩ দিন ফরজনতো (৩১-০৫-১৮ইং- ০৩-০৬-১৮ইং) ইশকুলো জাইতাম ফারছি না। বেশেবা অশুখ আছিলো খরি আফনার খানদাত ছুটির লাগি আবেদন খরার ও শমএ ফাইছি না।
ওতোএব, আফনার গেছে ওনুরোধ খরিআর, আফনে আমারে ওউ তিন দিনর ছুটি মনজুর খরলে বড় উফকার ওইবো আর আমি বাধিতো থাখমু।
বিনিত
আফনার বাইদদগতো ছাতরি
শামীমা আঞ্জুমান শিমু
কেলাশ: টেন।
শাখা: ক
রোল নম্বর : ১।

বিআর দাওত

ফএলা ছিলেটি ভাশার নাগরিত লেকিআ বিআর দাওত দিছইন কুলাউড়ার গনেশ লাল খানু

বিআর দাওত

দুছরা ছিলেটি ভাশার নাগরিত লেকিআ বিআর দাওত দিছইন কুলাউড়ার এবাদুর রহমান

হাত খরা

পরিচয়: হাতখরা এখটা লেমবু জাতিও টেংগা ফল। ইখটা আনাইজ হিশাবে ছিলেটিরা মাচ, মাংশ ও ডাইলর লগে রানদিআ খাইন। বাংলাএ ইখটারে সাতকড়া খএ, আর ছিলটি ভাশাএ খএ হাতখরা। হাতখরা দেখতে খমলার লাখান, গোলমুল। তবে খমলার তনে এখটু চেফটা আর বড়। ফএলা জে সমএ গাছও হাতকরা ধরে ওউ সমএ সবুজ রংএর থাখে আর দেখতে বড়ইর লাখান দেখা জাএ। ফরে আশতে আশতে বড় ওএ, হলুইদ রং ধরে খমলার লাখান দেখাএ।

হাতখরার নামখরন: হাতখরা ছিলেটিদের এখটা পরিচিত আনাইজ। ইখটার ইংরেজি কুনু শবদো নাএ। এর লাগি বাংলাদেশ কৃষি বিভাগ ইখটার ইংরেজি নাম দিছে satkara. জেহেতু হাতখরা লেমবু জাতিও ফল এর লাগি ইখটার উদভিদ তাতথিক নাম ওইলো citrus macropeta. বিদেশি মাইনশের গেছে citrus খইআ হাতখরার পরিচএ দেওআ জাইবো।

কিলা খাএ: হাতখরা দিআ ছালন রানদিআ খাএ। মাছ, মাংশ ও ডাইলর লগে হাতখড়া দিআ মজার মজার ছালন রানদা জাএ। খালি ছালন নাএ, হাতখরা দিআ খতো দরনর আচারও বানানি জাএ। হাতখরা রইদো হুকাইআ হারা বছর রাখা জাএ। হাতখরার বাখল ছোট মাছর লগে দিআ ছালন রানদিলে খুব মজা লাগে। হাতখরার আচার বানাইআ ওনেখে বেচিআ রোজকার খরইন।

হাতখরার চাশ : আগে ছিলেটর ফাহাড়ি এলাকাত হাতখরার চাশ ওইতো, ওখন আর তেমন এখটা ওএ না। ছিলেটর জইনতাফুর, গোআইনঘাটর জাফলং, বিআনিবাজার ও মুলইবাজারর বড়লেখা উপজেলাশহ ভারতর করিমগনজ ফাহাড়ি এলাকাত হাতখরার চাশ ওএ। ভারতর আশামে হাতখরার বহুত চাশ ওএ। ছিলেটর জকিগনজ শীমানত দিআ বাংলাদেশও বহুত ফরিমান হাতখরা আমদানি খরা ওএ।

হাতকরার শিজন: হালকুন মাশও হাতখরার ফুল আএ, আর জইত মাশ (জৈষ্ঠ্য) আশাড় মাশও ফল ফাওআ জাএ। বাইঢ়া ৬ মাশউ হাতখরা পাওআ জাএ। এর বাদেউ হাতখরা রইদো হুকাইআ হারা বছর রাখা জাএ।

হাতখরার উফকারিতা: আগেউ খওআ ওইছে হাতখরা এখটা লেমবু জাতিও ফল। বহুত উফকার আছে হতখরার। হাতখরা এখটা ভিটামিনফুরনো ফল জেটার ফুশটিমান ওনেখ উননতো। ইখটাত আছে ভিটামিন সি, ফশফরাশ ও কেলশিআম। হাতখরা ওশধি হিশাবেউ বেবহার খরা ওএ। হাতখরা কিডনির রোগ, কেনশারর মতো বহুত রোগ নিরামএর লাগি বহুত উফকারি।

মইনতববো: ছিলেট জেলা "দুটি পাতা একটি কুড়ির দেশ" নামে হখলকানো ফরিচিতো ঠিক ওলা হাতখরার দেশ নামেউ ফরিচিতো। হাতখরার গুন ও শাদর লাগি দেশর বাইরেও বহুত ফরিচিত। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে ও হাতখরার বহুত রফতানি খরা ওএ। হাতখরা খালি এখটা ফল বা আনাইজ নাএ, ওশধি হিশাবেউ ইখটার বহুত নাম ও গুন আছে।

মর্জিয়া সিদ্দিকা লিপি ছুনদর ছড়া দিছইন হাথখরার উফরে

খমলার লাখান গোলমুল আর
ভিতরে খড়া খড়া,
ছালন রাইনদিআ খাএ হখলে
নামটা হাতখরা।

দুরমুছ

দুরমুছ

আছতে আছতে ইতা আরি জার গিআ আমরার মাজ তনে।

দুরমুছ ওইল এখটা আগর আমলি জিনিশ জা ওখন দেখা যাএ না আর বহুত জনে চিনন না।

আর দুরমুছ বানাইন খেউ খেউ বড় ডানর ফটর মাজে ফাততর আর বালুক ছিমেনট এখখানর মাজে মিশাইআ। মুটিআ চাইআ বাশ এখটা আডাই তিন আত লামবা,ফটর মাজখানর মাজে রাখিআ ওতা ছিমেনট বালু দিআ ডালাই ছাড়ি ফরে হুকানিত দিলা রইদর মাজে।হুকাইলে এটারে খএ দুরমুছ।এটা দিআ জেতা খাম খাজ খরা হএ জেমন উছা নিছা জাগারে শমান খরইন,নরম জাগারে দুরমুছ মারি শখত খরইন,ঘরর বিটারে বেশ খরি দুরমুছ মারিআ শমান খরিআ ফরে ডালাই দেইন আর ঘরর তল ফাককা খরলে জে মজবুদ ওএ,আর ফুললি ফাটা মারেনা এখ শমান থাখে ফুললি। আর দাইর জদি উছা নিছা থাখে তাইলে দারির মাজে দুরছুম দিআ ফিটিআ শমান খরা যাএ।দশ ফনড বছর ফরে দুরমুছ নামউ খেউ জানতো নাএ। দুরমুছ দিআ উছা নিছা শমান খরা দুরর খতা।আউকা আমরা এখ জনে আরেখ জনরে হিকাই আর হিকিআ রাকি বাফ দাদার আমলর খততার নাম।আর ইলা আমরার জীবন থাকি হখলতা আরি গেলে আমরার ফর জারা আইবা তারা আমরারে গালি দিবা খইবা আমরার বাফ দাদাএ আমরার লাগি কোন ইতাআশ রাখিআ গেছইননা।আফনে গদা দিআ উছা নিছা জাগাত বারি দেইন দেখবা হমান হইত নাএ।জিনিশ

আর দুরমুছ দিআ চাইর ফাছটা ফিটা দেইন দেখবা শমান ওইগেছে,আর জেতা জাগাত দুরমুছ মারিবা ইতা জাগাত কুদাল দিআ ছেদ মারলেও দেখবা কুদালর ছেদ বরনা গিআ,ওলা মজবুদ দুরমুছ মারার জাগা। ইকান,আর আগে আগে এখ জাতর দুরমুছ দেখা জাইত ইতা আছিল লুআর দুরমুছ ইতা অখন দেখা জাএনা কিনতু ফাতর বালু ছিমেনট দিআ আফনারা বানাইতা ফারবা জেছা বালা ডানর বড় ফটর মাজে।আর দশ খামলার খাম আফনে এখলা খরতা ফারবা লগে এখটা দুরমুছ থাখলে মাটি শমান খরার লাগিআ।এখশ গদার বারি আর এখ দুরমুছর বারি শমান ওইব ।

দুরমুছে দিআ খরা জাএ হখল জাতর খাম

দুরমুছ ওইল দাদা দাদি নানা নানির আমলর ফুরান এখ জিনিশর নাম দুরমুছ।

শাববির আহমদে খইন

এখ দুরমুছ দি খরা জাএ
এখ আদইলে আছতা দিনর খাম,
দুরমুছ ওইল আগর আমলর এখ জিনিশ ওর নাম।

বরাক ও শুরমা নদি

পাহাড় তাকি বার হইআ কাচাড় ও হাইলাকানদি জেলার ধার দিআ বরাক নদি চলিআ আইছে।করিমগনজের ভাংগার বাজারর উজানে বরাক নদি সূরমা ও কুশিআরা নামে দুই ভাগ হএ।

কচু গাং এখানো হইআ সুরমা লইআ ভারতর মেঘালএ   জএনতিআ জেলার শোনাপুরর তলর লুভামুখ থাকি সুরমা বাংলাদেশর ছিলেটে গিআ হামাইছে ।বরাকর আশল শাখা কুশিআরা নাম লইআ   করিমগনজের লককি বাজারর কানদা বাএ পইছমে গিআ ছিলেটে হামাইছে।শুরমা আর কুশিআরা আলগা আলগা ছিলেটর মাঝে গিআ দিরাই থানাএ আবার এক হইআ আরবার বরাক নাম লইআ মুইমনশিংহ জেলাত হামাএ।আবার ভইরব ইন গিআ বমমপুতরর লগে মিলিআ মেঘনা নদিত পড়ে।মেঘনা নদি যমুনা নদির লগে মিলআ পদমা নাম লইআ বংগপোশাগরে পড়ে।

হাড়

ছিলেটিদের এখ শমএ হাড় নাম খরা আছিল।এখন এই নাম আমরা খএ জনে জানি।

হাড় বাশ দিআ বানাইন। এখ বাশ আরখ বাশ লগে বানদিআ,আর বালা খরি মজবুদ খরি হাড় হবানদিলে ছুটিআ ফড়িবার ডর থাখত নাএ,,ওখন ওনেখে হাড় ছিনেউ না হাড় খারে খএ।

হাড় ওইল বাককা পুরান নাম,

হাড় বানদিআ খাম খরইন,ঘরর আছতর – ইটর গাতনি –রং দউআর থামে হাড় বানদা লাগে। আবার খেউ খেউ হাড় বানদিআ ইতা হিতা হাড়র উফরে খইন । ছিলটিদের হারি যওআ এখ দামি নাম হাড়।

ছিলেটি ভাশার শিকরিতি

নাগরি হরফে ছিলেটি ভাশা-রে শিকরিতির দাবি ছিলেটবাশির প জানর দাবি। থারন, এখটা ভাশা দংশ ওইলে বড় এখটা মাইনশর ইতিহাশ আর কিরিশটি দংশ হএ। ছিলেটবাশির ইতিহাশ ও কিরিশটি ছিলেটি ভাশার হরফ। নাম নাগরি বরনোমালা।

পারাচিন খাল থাকিআ ছিলটিভাশা ও নাগরি বরনো মালার বেবহার আছিল।

আমরার জনমর পর থাকি মার মুখে এই ভাশা হুনিআ আর খইআ বড় ওইছি। শরকারি শিকরিতি আর শহজুগিতার ওভাবে পরাআ দুই কোটি মানুশ ওর এই আদি ভাশাটা আইজ আরি জাউআর পথে।

গুলাম কাদের ও জেমছ উইলিআম শহ দেশি-বিদেশি ওনেখে পিএইচডি খরছইন ছিলেটি ভাশার উফরে।

ছিলটি নাগরি বরনো মালাএ মুনশি ছাদেক আলি ছৈওদ শাহনুর ও শিতালংশাহ্ শহ ওনেক লেখকের শতাধিক বই পরওকাশিত ওইছে। হালতুননবি রাদানুর ও নুর নচিওত উললেইখজুইগো বই।

কমপিউটারে লেখার লাগি মুছতফা জব্বার আবিশকার করছইন বাংলা ফনট।'বিজএ'এর মত নাগরি ফনট আবিশকার ওইছে।

পরিতিবিতে আট হাজার ভাশার মাজে তিন হাজার ভাশার নিজর বরনো মালা আছে। তার মাজে ছিলটি ভাশা এখটা, জার নিজর বরনোমালা আছে। ফানছের "ভাশা জাদুঘর"এ ওশংখ্য ভাশার মাজে বাংলাদেশের দুইটা ভাশা'র নাম আছে এখটা বাংলা, আরখটা ছিলটি।

ছিলেটবাশি হিশাবে আমরার প্রানের দাবি, নাগরি বরনোলাএ ছিলেটি ভাশারে শংশকরিতি দফতর মাধধমে বা জাতিও শংশদে বিল উততাপনের মাধমে এই

'নাগরি বরনো ছিলটি ভাশা'রে শংশকিতি অফিশ থনে ওনুমোধন শহ জাতিও শিকবা কারিকুলামে হারানির দাবি। ছিলেটি ভাশারে পাঠ দানে শুযুগ করিআ এই ভাশারে বাছাইআ রাখা দরকার।

ওতার লাগি আমরার ছিলেটবাশি'র দাবি নাগরি বরনো ছিলটি ভাশারে শিকরিতির দাবিতে হখল ইউনিওনে কমিটি গঠন, গণ শাককর ওভিযান, মানব বনদন করিআ জনমত গড়িআ তুলউকা। জনমত গঠনের মাইদদমে এই এলাখার জন পরতিনিদিদের শমরতনে দাবি আদাএ এ ভারত ও বাংলাদেশ শরকাররে বাইদদ খরা লাগব।

ছিলেটি জাতি

ছিলেটি এখটি জাতির নাম।তারা আলগা জাতি।তারা বাংগালি নাএ পাঠান নাএ তারা ছিলেটি।

আমরা ছিলেটিরা বাংগালি ওনেখেই মনে খরি।ইতা হাছা নএ থারন।

১/ ছিলেট বাংলার ওংশ আছিল না।ছিলেট বিভাগ আছিল আশামের ওংশ। ।ছিলেটি এলাখা আছিল আশামের ওংশ আর ছিলেটিরা বাইরের এলাখার মানুশ রে খইতা বেংগলি।তা ছাড়া আমরার বাফ দাদাএ ছিলট কোন বাংগালি ওফিছার বা মানুশ দেখলে খইতা বেংগলি।আমরা ছিলেটিরা জে বাংগালি নাএ আমরার বাফ দাদা থাকিআ আইছে।

২/ ভাশা ও হরফ আলগা।এক জাতি ওইলে ভাশা ও হরফ আলগা ওইব কিতার লাগিআ।

৩/ ছিলেটি ওখলর আচার আচরন বাংগালি থাকিআ আলগা।

৪/ শমাজিক রিতি নিতি জেমন আম কাঠালি ইছতারি ইতা বাংগালি ওখলর থাকিআ আলগা।

৫/ ভোগোলিক ভাবে ছিলেটের ওবশতান জা বাংগালি জাতি থাকিআ আলগা জা দেখবার মত।

৬/ চরিতরো ওভবাশ ও খানি বনি বাংগালি জাতি থাকিআ ওনেক দিকে আলাদা।

৭/ দুই এখটা ছাড়া ছিলটিরা ওখন বাংগালি ওখলর লগে বিআ

শাদির বেআফারে কুটুমিতা খরে না।থারন এখ জাতি ওইলে ওশুবিধা থাখার খথা আছিল না।

৮/ ছিলেটি ওখলর ইতিহাশ আচার আচরন বাংগালি ওখলর থাকিআ আলগা।

তামাম দুনিআর দশ হাজার মানুশর এখটা জাতি তার হখলতা ধরিআ দুনিআর মানচিতরর মাজে টিকিআ থাখত ফারে।আমরা খেনে ফারতাম না।আউকা দু কোটি ছিলেটি আমরা এখটা জাতি শততা লইআ বাংলাদেশ ভারত শহ হখল দেশর মানচিতরে আশন বানাই। বিলিন হআ ছিলেট জাতিরে নআ আমরার হুরুরতা হখলর গেছে তুলিআ দরা হখল ছিলেটি ওখলর কাম।

মেফ আখছইন
আলীম উদ্দীন চৌধুরী

ছিলটি জাতি নিয়া লেখা ফএলা ছিলেট তনে এখটা কবিতা

গোরবদিফতো ছিলটি জাতি
মার্জিয়া সিদ্দিকা লিপি
স্বরবৃত্ত ছন্দ (৪+৪+৪+১/২)

হুনছনি বা ভাইছাব হখল
হাচা একখান মাত,
বাংগালি নাএ আমরা ওইলাম
ছিলটি এখটা জাত।
আমরার আছে নিজর ভাশা
লেখার লাগি বরনো,
খতো শুনদর লাগে দেখতে
জেমন খাটি শরনো।
ছয়'শ বছর আগেউ আমরার
ভাশার ছিশটি ওএ,
গৌরবদিফতো জাতি আছলাম
ইতিহাসেউ খএ।
নাগরি বরনো ফতিশঠার লাগি
চলো লামি মাঠে,
ছিটাইআ দেই নাগরি বরনো
বাংলার হাটে বাটে।
আউককা ভাইছাব হখল মিলে
আবার শুরু খরি,
ওইতিজজফুরনো ছিলটি ভাশায়
বই ফুশতক ফড়ি।
টিকাইআ রাখি নিজর গৌরব
নিজর জাতির মান,
আমরা ওইলাম ছিলটি জাতি
খইআর নিজর গান।

আলাদা ভাশা

ছিলেটি ভাশা কোন ভাশার উপ ভাশা বা আনচলিক ভাশা নাএ।ছিলেটি ভাশা এখটা শতনতরো (স্বতন্ত্র)ভাশা ।

কারন

এখ নমবর যে ভাশার নিজর আলাদা হরফ আছে শবদো আছে বাইকো(বাক্য) আছে শেই ভাশারে শহজে আরেখটা ভাশার উপভাশা খউআ ইতা নিজর ভাশারে কুড়াল মারা । নিজের ভাশারে বদনামি আর ছুট করার কাম।

দুই নমবর ফারনশের (ফ্রান্স) জাদুঘরে উপ ভাশা বা আনচলিক ভাশার তালিকাএ নাএ ছিলেটি ভাশা। আলগা ভাশা হিশাবে বাংলা ভাশার পাশাপাশি ছিলেটি ভাশার নাম আছে।

তিন নমবর জে ভাশাএ বই পরকাশিত ওইছে ও ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক এ ছিলটি খবর নামে এখটা শংবাদ পতরো ও ছিলেটি ভিশার বেআখরন বার করছইন জে ভাশার পেরেশ আছিল শে ভাশা উপভাশা কিলা ওইব।

চাইর নমবর আনতরজাতিক ভাবে ছিলেটি ভাশার জে শিকরিতি ফাইছে ২০০৫ শালে তা এখটি আলাদা ভাশা হিশাবে ফাইছে উপভাশা হিশাবে নাএ।

পাচ নমবর জে ভাশাএ শিলালিপি আবিশকার ওইছে ।ইকটা শকতিশালি না ওইলে বা উপভাশা ওইলে শিলালিপি খুদিত ওইত না। পৃথিবীর কোন ইতিহাশে উপভাশাএ খুদিত কোন শিলালিপির শনদান নাই।

ছএ নমবর ছিলেটি ভাশাএ হাতের দছতগত ও দলিল পরজনতো লেখা ওইত জা তার পরফান রইছে।

হাত নমবর জে ভাশার মানুশ ওখলর আলাদা মাত খতা চলাফেরা আছে ।তার ১.৭ মিলিওন মানুশ জে ভাশাএ খথা খইন শেই ভাশারে তার নিজর মানুশজন বাংলা ভাশার উপভাশা খউআ দুখও জনক ও রহইশজনক।

আমরা পরিশরম খরতে চাই না পরগাছা বা উপভাশা হিশাবে দাএ শারা ভাবে খাম খরতে ছাই।

আউকা নিজর সারতো ইটামারি ফালাইআ নিজর মার ভাশার ছরছা খরিআ হারা দুনিআর মাজে মাথা উছা খরি এখটি মজবুত ছিলেটি ভাশা হিশাবে শমমানের জেগাত বহাই।

ছিলটি ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

নিজর মাইর ভাষা ও লিপি ভূলিয়া ছিলটিরা পরগাছা অইজিরা। ছিলটি ভাষার নাগরি লিপি 2005 সালর মার্চ মাসো ইউনিকোড সইতে আন্তর্জাতিক ভাবে অনুমোদিত অইছে। অনুমোদনর খবর হখল ছিলটিরা এখনো জানইন না,এখ সময় আমরার বাফ দাদারা যা ফড়তা লেখতা আমরা এখন তা ফড়িও না আর লেখা ইকটাত বউত দুরর খতা,ফ্রান্সের ভাষা যাদুঘরে ছিলটি ভাষার নাম আছে তা খয় জন ছিলটিয়ে জানি।ছিলটি ছাড়া দুনিয়ার হখল মানুষে মার ভাষা হিকরা আর আমরা মার ভাষা ভুলরাম এর চেয়ে শরম আর কিতা অইতো ফারে, এর বাদেও মাঝে মধ্যে এখ দুইটা খবর আমরার মনো আসার আলো দেখায়,ইলা এক খবর অইলো ঔ ভাষারে মণিপুরর লালপানি গ্রামর ইদ্রিছ আলি ও বাবু মিয়ারা এখন কামড় মারিয়া ধরিয়া আছইন ।তারা ছিলটি ভাষার নাগরি পুথি হক্কল সময় পড়ইন আর লেখতাও ফারইন,

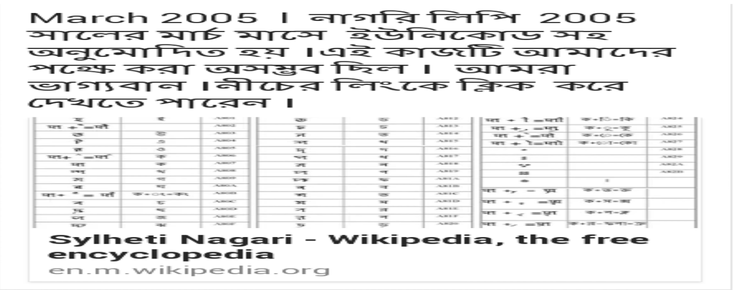

জাতির শেরা ফুআইন

মার কুর বইআ বুকর দুধ খাইআ খাইআ হুরুরতাএ জে ভাশা হুনে ও হিখে এটাই তার মার ভাশা (মাতৃভাষা)।আমরার মার ভাশা ছিলটি ভাশা।

যে তার মার হারি যাওআ ভাশারে ফিরাইআ আনে হে পুয়াই মার শেরা ফুআ।।নাগরি ছইনিকরা তার মার ভাশার এর হরফ নাগরির মুকতি দাতা।এরা নিজর সময় ও টেখা খরচ করি নাগরিরে বনদিশালা থনে বার করি ইশকুল কলেজে হিখানিত গেছইন।দেওয়ালে নাগরি হরফ লেখছইন,-নাগরিতে পেপার বার করছইন। কমিটি বানাইআ হাজার হাজার মানুশরে জানাইছন ।এরা নাগরি বিপলব ফএদা করছইন।এর আগে কোন দিন নাগরির ইতিহাসে ইতা হইছে কাম হইছে না ছিলেট জাতিতে ।এর লাগি ছিলেটি জাতির সেরা পুয়াইন নাগরি ছিফাই হখল।

নিজর পকেটের টেখা খরচ করি ছিলটি ভাষার ফরচার ও দাবি-দাওআ করার লাগি ঘর তন বারইয়া ইশকুল কলেজে শহ হখলত জেগাত যাইন তারাই নাগরি ছইনিক।

নাগরি বিপ্লবের
পরোকাশনা ও খরচ (প্রকাশনা ও খরচ)

নাগরি বিপলবে প্রায় পাচ লাখ টেখা খরচ হএছে আমার পকেট থেকে প্রকাশনা ও আর বহুতা বাবদ।পরোকাশনা

যেমন

১। নাগরি হরফের পৌস্টার ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৫

২। নাগরি হরফের বই ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৫

৩। ছিলেটি ভাষার নাগরি আন্দোলন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৫

৪। নাগরির কবিতার বই ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৭

৫। মণিপুরে নাগরি বিপ্লব ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক বিপ্লব ২০১৭ গতিধারা ঢাকা

৬। 11 নাগরির সংগ্রামে ছিলেটি জাতি ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৭ গতিধারা ঢাকা

৭। ছিলেটি ভাশার বেআখরন ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক ২০১৭ গতিধারা ঢাকা

তাহা ছাড়া নাগরিতে ছএ শংখা ছিলটি খবর বার হইছে।এখ শংখ্যা আশামর শিলচর তনে আরখ শংখ্যা ভারতর মনিপুর তনে বাকি চাইর শংখ্যা ছিলেট তনে ।মনিপুর রাজ্যে নাগরি পেপার , ওআল লেখা ও মনিপুরের নাগরি বিপ্লব প্রায় পঞ্চাশ হাজার টেখা আমার খরচ হয়েছে ।দু হাজার আটারো সালে নাগরির স্বীকৃতির দাবিতে ছিলেটের চাইর জেলা সংবাদ সম্মেলনে পঞ্চাশ হাজার টেখা আমার পকেট থেকে খরচ ওইছে।

নাগরি শিককক

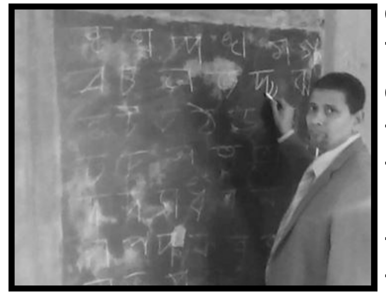

জেইন নিজে না দেখিআ নাগরি হরফ ইশকুল কলেজের বউডো লেখতা ফারইন। ।ইশকুল, কলেজ ,মকতবো ,গাওত নিচে দিআ দশ বারো জনের হুরুরতারে এখলখে নাগরিতে নাম লেখা হিখাইআ পরোতিযোগিতা খরে বিজএই দের পুরুশকার ও শারটিফিকে দেইন তানে নাগরি শিককখ খএ।

নাগরি ছিফাই

জে মানুশটি আফনারে হাতে ধরি ধরি হাটা হিখাইলো লেখা পড়া হিখাইলো তাইন আফনার গেছে শেরা মানুশ। তাইন হএ আফনার জনম দেওআ মাই বাবা হইতা ফারইন। অমলা নাগরিরে হাত ধরি ধৱি ইশকুল কলেজে লইআ গেলা নিছর টেখা খরচ খরি হরফ ওআল লেখলা ,নাগরি হিখা পরোতিযোগিতা করলা মা বাফর লাখান তেআগ খরি হখলরে পরিচএ করাই দিলা । তারা নাগরি লেখক নাএ ,তারা নাগরি গবেশক নাএ, তারা নাগরি পরোমিক নাএ ,তারাই নাগরির লাগি শেরা মানুশ।তারাই হইলা নাগরি ছিফাই।

মার ভাশা (মাতৃভাষা) ছিলেটি ভাশা

আমরা ইশকুল কলেজ মার ভাশা বাংলা পড়ি পড়ি বড় হইছি।আমরার মগজ ধোলাই করা হইছে।ইটা মিছা মাত।আমরার মা কাথ লুইআ বুখ দুধ খাওআইছন আর ছিলেটি মাতছইন । বাংলা মার ভাশা হইল কিলা ।ছিলেটিদের মার ভাশা ছিলেটি ভাষা ।এই ভাশা ইউনিশকো দু হাজার পাচ শালে ইউনিকোড ফাইছে।এই ভাশা দিআ খবরর কাগজ বারহ।বেআখরন বারইব।নিজর হরফ আছে।খএ জাতির নিছর হরফ আছে।আমরা ছিলেট জাতি গরবিত আমরার মার ভাশা ছিলেটি ভাশা।

নালি হাগ

ছিলেটিদের মজার খানি নালি হাগ।হাতখরার পরে এইটা।পাট গাছের আগার নরম ফাতাই নালি হাগ।ছিলেটিরা খই হাগ আর বাংলাএ খই শাক।

নালি হাগ ওইল এমন এখটা মজার হাগ খাইতে ওলা মজা লাগে,লগে জদি খাগজি লেমবু আর নাগা মরিছ থাখে,আবার শাশনি জামির ওইলে ত আর খতা নাই খুব মজা।

দিলা ফিআজ রশুন কাছা মরিছ ফাড়িআ দিলা,আদা তুড়া বারিক বারিক করি খাটিআ দিলা, খেউ দেইন ওলইদ আবার খেউ দেইননা,আবার খেউ দেইন তুড়া মেতি আবার খেউ মেতি দেন না।

ফানি মশলা নুন শহ এখ ডেগর মাঝে ছুলার উফরে বুআইলা জাল হ জেলা খাইবার ইচ্ছা ওলা রাখবা এখটু ফানি ফানি,, নাইলে এখবারে হুকনা,আবার আগর আমলে মা মইএ নালি হাগ হুকাইআ ও গুড়া খরি রাখতা জেতু নালি হাগর দিন থাখতনা তাই রানদিতা ওলা মজা লাগিত খাইতে,ওখন ইতা বেশি মিলেনা খাইতে আগর দিনর আলাদা শাদ আছিল।

নাগরি বানান

মুই বহুত খুশি জে জিবনের মাজে এখটা ভাল কাম করছি । নাগরির বানান ভুল আছিল । নাগরীর বানান ঈকার থেকে ইকার দিআ নাগরি 2015 সালে লেখা শুরু খরি।

কারন নাগরিতে ঈকার কোন হরফ নাই ।ইকার আছে তাই নাগরি ইকার দিআ হইব।বাংলা একাডেমির বানান ছিলেটি ভাশার লাগি ধার করব কেন ?

বাংলা শবদের বানান বাংগালিরা ঠিক করবে বৃটিশরা বা অন্য কেহ করলে হইত না।বহু যুগ পরে বাংলাদেশ ও পশচিম বাংলার সরকার Dacca থেকে Dhaka ও   calcutta থেকে kolkata করছইন। বিটিশদের দেওআ বানান বদলাইছন। এই ভাবে ছিলেটি ভাশার বানান ছিলেটিরা ঠিক করবা।বানান বদলাইবার দিক দিএ বাংলা ভাশার থনে ছিলেটি ভাশা আগুআই গেল।   2015 পর থেকে আমার সব লেখাতে ইকার দিআ লেখেছি।এর আগে কোন লেখক বই এ বানান ইকার দিয়ে কোথাএ লিখছইনা।ছিলটি ভাশার মালিক ছিলটিরা এর বানান খিলা হইব তারা ভালা খইতা ফারবা পাঠান তনে শিখ তনে আর বাংগালি তনে।

আমার নিছর হখল বই

নাগরি ই কার দিআ লেখা

১/ নাগরি হরফের বই

২/ ছিলেটি ভাষার নাগরি আন্দোলন

৩/ নাগরির কবিতার বই

৪/ মণিপুরে নাগরি বিপ্লব 5 নাগরির সংগ্রামে ছিলেটি জাতি

ছিলেটি ভাশাএ নআ শবদো

ছিলেটি ভাশাএ নিছর আটি বাইককো ও শবদো আমি ফএলা খই ও ছাপাই বই ও পোশটারে ।এর আগে কোথাএ ছাপা হএ নাই আর কেহ বলে নাই শাহশ করে।

১/ছিলটি একটি জাতির নাম ২/ ছিলেটিদের মাতরি ভাশা ছিলটি ভাশা ৩/ ছিলেটি একটি শতনতো ভাশা ৪/ নাগরি ছইনিক ৫/ নাগরি দিবশ ৬/নাগরি শিককক ৭/ নাগরি আনদোলন ৮/ নাগরি বিপলব এই শবদো ও বাইকো গুলা পিথিবির কোথাএ কেহ ছিলটি ভিশাএ বেবহার করছইন না ।আর   ছাপা হয় নাই মুই ফএলা লেখি বই এ পোসটারে ওআলে ।

ফএলা দ হাজার পনরো শালে   ছিলটি ভাশার শিকিরিতিরশ দাবি তুলি নাগরি হরফের পোশটার ও পরিশদ বানাইআ। দু হাজার পনরো শালে নাগরি আনদোলন বই এ নাগরি ছইনিক ও নাগরি শিককক শবদো মুই ফএলা বেবহার খরি ও ছাপাই। ফএলা দু হাজার শোল শালে মুলই বাজার সরকারি কলেজের সাইনবোরডে ও সম্পাদনায় ছিলটি নাগরির কবিতা গ্রন্থের তিন পাতায় ও মণিপুরে নাগরি বিপ্লব গ্রন্থের তিন নম্বর পাতায় ছিলটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাশা ব্যবহার ও ছাপাই। ফরে ছিলটি সংবাদ পত্র ছিলটি খবর ও নাগরি হরফের বেনার ও পোশটারে নাগরি হরফের দেওয়ালে মাতৃভাষা ব্যবহার করি।   দু হাজার সতরো সালে পরকাশিত মণিপুরে নাগরি বিপলব বই এর চল্লিশ নং পৃষ্টায় ছিলেটি একটি আলাদা জাতি ও বিয়াল্লিশ পৃষ্টায় ছিলটি ভাষা স্বতন্ত্র ভাষার ব্যাখা করেন।দু হাজার সতরো সালে প্রকাশিত জয়নুল ইসলামের লিখিত ঘুম ভাঙ্গানির কবিতার পাঁচ নং ফাতাত   ভূমিকায় আর কমর উদ্দিনের লিখিত কবিতা বই এর পাঁচ নং ফাতাত ভূমিকায়   ফএলা ছিলেট জাতি ও ছিলটি ভাশা বেবহার করি।

মুই বহুত খুশি ইতা ফএলা রাইত দিন চিনতা করি বার করছি আর ছাপছি। এর আগে কেহ খুইথা ফারছইন না লেখথা পারছইন না। নিছর বইত হখলতা আছে।

১/নাগরি হরফের বই

২/ ছিলেটি ভাষার নাগরি আন্দোলন

৩/ নাগরির কবিতার বই

৪/মণিপুরে নাগরি বিপ্লব

৫/ নাগরির সংগ্রামে ছিলেটি জাতি

নাগরি একাডেমি

দু হাজার পনরো শালে লনডনে আমি ফএলা নাগরি একাডেমি বানাই।একাডেমি তনে বহুত নাগরি ছইনিক হখলরে এওআর্ড দেওআ হইছে। কমর উদ্দিন জএনুল ইশলাম ও আলিম উদ্দিন চৌধুরি ওননোতম আমি ভারত মনিপুরে নাগরি একাডেমি ও মনিপুর নাগরি শাহিততো পরিশদ বানানি লইওআইছি ।

আদি (শীতল পাটি)

আদি ছিলেটের গউরবের এখ জিনিশ।দুনিআ জুরিআ এর নাম ও শুনাম রইছে ।ঢাকা কলকাতা মেলায় রাজনগর উপজেলার ধূলিজুরি ও বিল বাড়ি গাও আদি বানানির লাগি ফুরুশকার ফাইছে।এটা আনতরজাতিক ভাবে আদি বেবশার রেজিছটার হইছে বাংলাদেশ। জালি বেত দিআ বেতর আদি (শীতল পাটি) বানানি হএ।

গরমর দিন জার ঘরে জদি এখান আদি - ছাটি –ফাটি থাখে তাইলে আম - খাটল জেছাতা গাছত তলে গিআ হুতিআ দেখবা কিলা আরামর ঘুম আএ,আর এখটু গামিলেও দেখবা ওলা আরাম লাগের আদি ছাটি বা ফাটি থাকি।,খারন ওউজে মুরতার বেত দি বাড়িত দেখতাম খালি মুরতা দিআ বেত ফাড়িরা,

আর রদির মাজে হুকাইরা ওখন আছতা গাউ আটিলে ইলা দেখা জাএনা,ইতার খারন ওইল ফেলাশটিক ইতা আইআ আমরার ফুননা সব ইতিহাশ কাড়িআ নেরগি।

মুরতা দি বানাইতা আদি ছাটি ফাখা খত ছুনদর ছুনদর ফুল আকিআ, আগর আমলে মা ছাছি ফাড়া ফতিবেশি হখল বানাইছইন।আর ওতা বেমারি ফেলাশটিকর আদি এখান লইআ ওলা হুতিআ দেখবা ইলা আরাম মিলেনা গরম ওইজাএ,আর এখটু গামিলে আছতা গতরর মাজে খাউজাএ আর ফুরি ফুরি খরে ।

আদি ছিলটিদের শুনামের ধন।গউরবের ধন।

২০১৭ শালে ইউনেশকো আদিকে (শীতল পাটি) কালচারেল হেরিটেইজ হিশেবে শিকরিতি দিআছে।

আননা মুকি

আননা মুকি

বহুত খানির জিনিশ হারি যার।আবার বহুতে চিনইন না আগরষওথা ।ইতার মাঝে আননা মুকি এখটা।

শিতর শমএ আননা মুকি খাইতে মজা বেশি।আগে আগে মাই ছাছিএ রান্দিলে বাড়ি বারা থাকি গেরান লাগি জাইত নাখর মাজে বহুতর।

এবলা বেটিন ওইলা ছইছ না দাদিরে খা।এবলা তারার বুলে আত ফুলিজায় খাউজাইআ আননা মুকি বানানিত বইলে। আর তুড়া লাল মরিছর গুড়া আর তুড়া তুড়া খরি হখল জাতর মশলা দিয়া ছুলার উফরে দিআ জাল দিতে লাগিলা এখটু ফরে দেখবা ওলা মজার হুকনির গেরান বারইছে আননার মুকি বা আননার লতা জে জেতা খইন গুরি ফিরি খাইতে এক লাখানু।

আননা মুকি ওইল এখ জাতর মুকি

দেখতে এখটু লামবা লামবা ।

লতার লাখান দেখতেও লাগে।

ইতা বেশি টিল্লা মাঠিত হএ।এখটু গুল গুল ও লাগে ।

ইতা এবলা হারি যার।মজার এই আনাজ হখলে চিনিআ রাখা লাগব।

মুগইর

মুগইর ডিজিটেল যুগে আরিজার।আগর লাখান ইটার আর বেবহার খরইন না।এখটা শমএ খেহ নাম জানতো নাএ।গরু ছাগল ডিগরা দেওআর শমএ খুটি গারতে মুগইর দিআ বারি আইআ খুটি ভালা টিকে গারইন শকতো মাটির মাজে ।জেমনে গরু বাছুর ছাগল খুটা হুরিআ যাইতো না পারে ।

মুগইর বানাতে হইলে বরুআ বা জাই বাশ এখ আত লামবা বাশর জড় বাজু থাকি খাটিআ লইলাএ,এর ফরে বালা খরি চাছি চুছি হমান খরলা,আর এখ থাকি দেড় আত খাটিআ এখটু ছুট খরি আনিলা মুটিআ খরি আত দিআ ধরবার লাগি জাতে আত থাকি না ফিছকিআ না জাএ ।

কিরিশকের শোনার ধন মুগইর

ফিছকিত না খরি

শকতো খরি আত দিআ ধর।

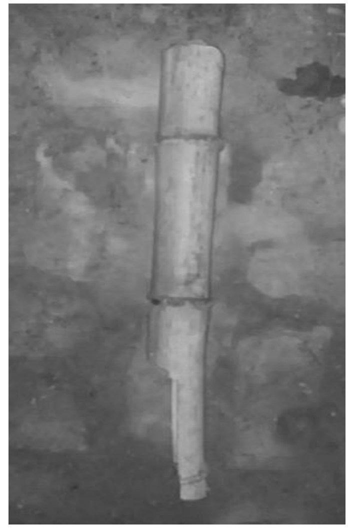

নাগরি দিবশ

হাত মে দু হাজার পনরো শালে মুই নাগরির শিকরিতি দাবি খরি।এই দিনকে মুই নাগরি দিবশ ঘোশনা করি।একুশে ফেবুউআরির লাগান মার ভাশা দিবশ ছিলেটিদের লাগি হাতই মে। হখল বছর উদযাপন হএ।এই দিবশ ছিলেটিদের জান ।এই দিনর লাগি নাগরি আনদোলন ,নাগরি বিপলব নাগরি ছইনিক, নাগরি শিকক্ক হখলতা আমি শুচনা খরেছি। এই দিন শিকরিতির দাবি না তুললে কোনতা হইলো না হনে।আইজ বাংলা ভাশা দিবশর লাখান আমরা নাগরি দিবশ আছে এর তনে আর আমরার কিতা গোউরবের হইত ফারে ।

দুই হাজার আটারো শালে ওশমানি নগর উপজেলার মোললার গাও আবদু মিআ কলেজে নাগরি দিবশ পালিত হুইছে । শমপাদক এবাদুর রহমান নাগরিতে হাতে লেখা এশো নাগরি হিখি নামে শরনিখা বার খরইন ।আলোচনা শভা ও নাগরি হিখা পরোতিযোগিতা ছিল।

ছিলেটিরা যত থাকবে তত দিন নাগরি দিবশ পালন হইব।নাগরি দিবশ ছিলেটিদের নআ করি আরবার ছিলটি মার ভাশা ও ছিলেটি জাতিরে পরিচএ করাই দিছে।

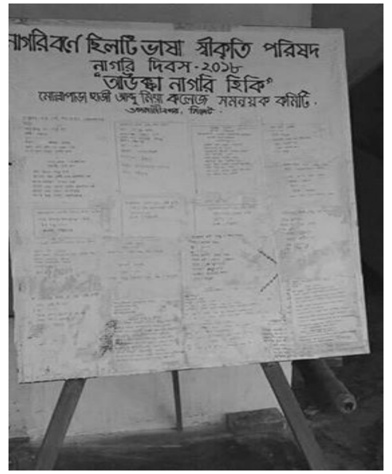

আউকা নাগরি হিকি শরনিকা

মণিপুরে নাগরি বিপ্লব

ভারতর মনিপুর রাজজে চললিশ হাজার ছিলেটি থাখইন।ইখানো নাগরি বিপলব হইছে আমার ডাকে।মুই 50 হাজার টেখা খরচ খরে নাগরি বিপলব শুরু খরি।

জেমন
১ পহলা মণিপুর প্রচার কমিটি ৩১-৫- ২০১৭
2 পহলা নাগরিতে নাম হিকছইন ও পহলা সৈনিক জয়নুল ইসলাম
৩ পহলা গাওত নাগরি প্রচার কমিটি লালপানি গাওত২৭-৭-২০১৭
৪ পহলা নাগরি শিক্ষক ও শ্রেষ্ট শিক্ষক ২০১৭ জয়নুল ইসলাম
৫ পহলা মাদরাসায় নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা আহমদাবাদ মাদরাসা ১৬ -৭ - ২০১৭
৬ পহলা গাউত নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা সোনাপুর গাও ১০ -৭ - ২০১৭
৭ পহলা নাগরি শ্রেষ্ঠ সৈনিক কমর উদ্দিন ২০১৭
৮ পহলা মক্তবে নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা লাল পানি সাবিহ মক্তব ১০ -৭ - ২০১৭
৯ পহলা নাগরি খবরর কাগজ ছিলটি খবর প্রকাশ ৬ - ৮ - ২০১৭
১0 পহলা নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা   লাল পানি বাজার 2৮-৭ -২০১৭
১১ নাগরি শিক্ষকগন জয়নুল ইসলাম কমরউদ্দিন সাইদূল্লাহ মমিন হেলিম লস্কর নজরুল ইসলাম আ কাদির
১২ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিকট স্মারক লিপি প্রেরণ ২৮-৮-২০১৭
১৩ পহলা দোকান নাগরিতে সাইনবোর্ড ময়না মিয়া ।দোকানের নাম ময়না গ্রোসারী ৩০-৮-২০১৭ দুই নম্বর সাইনবোর্ড ৩০-৮-২০১৭ আ কাদির লাইব্রেরীর নাম আমানত বুক সেন্টার।
১৪ মণিপুর নাগরি সাহিত্যপরিষদ গঠন ১১-৯-২০১৭
১৫ নাগরি সাহিত্য পরিষদ থাকি দুটি কবিতা প্রকাশ অক্টোবর ২০১৭
১৬ মণিপুর নাগরি একাডেমী গঠন ৩-৯-২০১৭
১৭ দু হাজার সতরো সালে কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য কমর উদ্দিন ও জয়নুল ইসলাম এবং নাগরি পাঠক বাবুর আলী ও ইদরিস আলীকে নাগরি একাডেমী এওয়ার্ডে ভূষিত করা হয় ৭-৯-২০১৭
১৭ মণিপুর নাগরি বিপ্লব বই প্রকাশ ১৬-৯-০১৭

নাগরি বিপলব

আমরা ইশকুল কলেজ হরপপা মহেনজুদার হিখাই।গিরিক রোমান আরজো ইতিহাশ পড়াই আর ইতিহাশের   অংশ লাল বাগের কিললা মধুমতি শালবন বিহার আর খততা নিআ গরবো খরি ।ছিলেটিদের অহংকার নাগরি শাহিতো নিআ গর্ব করাত বাধা কেন ?
ছিলটের নাগরি লিপির চেরাগ এখদিন শুনাম আছিল ।তা দিআ শাহিতো বানানি হইল।তা বই এ কেবল জানার লাগি রাখা খি মহাপাপ বা দোষ ছিল ?
ছিলেটি ভাশাকে রাশটো ভাশার দাবি নাহ ।আরক রাশটো ভাশার শিকরিতির আবদার নএ।খালি আবেদন জে ইতিহাশের অংশ হিসেবে ঘোশনা খরা ।
কলেজ বিশোবিদ্যালয় গুলোততে আমরা উরদো ফারশি শংশকিরিত বিভাগ চালু করে হিখাই তবে নাগরি লিপি নএ কেন ?
আমরা শিশুদের রবিনদো নজরুল লালন জসীম হিখাই ।তবে ছিলেটি শাহিতের ছাদেক আলী আর শিতালাং শাহ নাএ কেন?
ছিলেটি নাগরির ছাপাখানা   গড়ে উঠেছিল । নাগরি ছাপাখানাটি 1971 শালে পাক হানাদাররা জালাইছিল ।নিভে গেল নাগরির ছাপাখানা।এই ছাপা খানা ইতিহাশের ওংশ হিশাবে টিকিয়ে রাখা সরকারের দায় কি কম ছিল ?
 এর লাগি আমি হাত মে দু হাজার পনরো শালে ছিলেটি ভাশা বই এ হারাইবার ডাক দেই।এই দিন মুই নাগরি দিবশ ঘোশনা খরি ।শ খানেক কমিটি বানানি নাগরি হিখা, পরতিযোগিতা, হরফ দিআ দেওআল লেখা হএ আশাম মনিপুর থেকে বিপলব শুরু হএ।ওতা কাম দিআ মনিপুরে নাগরি বিপলব বই দু হাজার শতরো শালে আমি বার করি।আমি মরে গেলে নাগরি এখবার শিকরিতি পাইব ।আমরার বংশধররা বিপলব চালাই যাইবা।

নাম দছতগত

নাম দছতগত ২০১৭
মুমিনুল -১৬৪(২০১৬-১৭)
জএনুল -২৭ হবিবুল -২১
নইম- ১৩ আলী- ৯
রুবেল শিলচর ৭ রেজাউল- ৬ তানভীর -৪
মিনহাজ- ৩ রুবেল- ২
তানিম -1রউপ- ১
কামরুল- ১
নাম দছতগত - 2018
মুমিনুল লনডন- ৩৪
ওবাএদুল হুনামগনজ - ২৬
নিইম গোহহাটি - ২১
রুবেল শিলচর- ১১
মারজিআ জামালগনজ -১২
ছাববির কুএত- ৩০
রেজাউল করিমগনজ -৮
এবাদুর ওশমানীনগর- ৯
আলী ওশমানীনগর ২১
জাবের ব্রাজনগর -৬
জনি মুলইবাজার- ৬
ছাবির কাছাড় -৪
মিনহাজ বদরপুর- ৪
রাহি রাজনগর- ২
ইফতিকার শিলচর-১
শাহিন লনডন- ১
রাফি ছিলেট- ২
শাকিব ছিলেট -২
রউফ শিরিমংগল- ১
কামরুল মনিপুর -১
লিকছন রাজনগর ৭

ছিলেটি ভাশার শুদদো বানান কমিটি

2018 শালর 20 এপরিল নাগরির ইতিআশ ফএলা ছিলেটি ভাশার বানান ঠিক খরার লাগি মুই এখটা কমিটি গঠন খরি।হখলে বানান দিআ মতামত জানাইছন ।হখলরে দইননবাদ।
বাংলা ভাষায় ছিলেটি শুদদো বানান ঠিক খরা লাগি গঠিত কমিটির সমমানিত মেমবররা হইলা -

ইতিআশবিদ মুমিনুল হক কো ওরডিনেটর
মেমবাররা -
 নাগরি ছিফাই
আলিম উদ্দিন চৌধুরি
মুনিম পারভেছ বড়ভুইয়া নাগরি গবেশক গউহাটি ভারত
ড তইএবুর রহমান চৌধুরী পরোভাশক জিরিবাম হাইয়ার সেকেনডারী ইশকুল মনিপুর ভারত
পরোদোশ রনজন দে, শভাপতি শাউথ কলকাতা ছিলেটি এশোশিএশন কলকাতা ভারত
কমর উদ্দিন লশকর মনিপুর ভারত
নাগরি ছিফাই শহিদুল ইশলাম রাজনগর
নাগরি ছিফাই আ রউফ শিরিমংগল
মুহামমদ কবীর শপনিল
কাছাড় ভারত
কবি ওবাএদুল হক মুনশি শুনামগনজ পরোভাশক এবাদুর রহমান ওশমানিনগর ছিলেট
নাগরি ছিফাই শাহজাহান সাগর ছিলেট
নাগরি ছিফাই তানভির আনজুম শুভ ছিলেট নাগরি ছিফাই মারজিআ শিদদিকা লিপি জামালগনজ
নাগরি ছিফাই রুবেল হোশেন বড় ভুইআ কাছাড়
নাগরি ছিফাই নইম উদদিন লশকর কাছাড়
নাগরি ছিফাই শোইদ আ নুর ওশমানিনগর
নাগরি শিককক আ কাদির মনিপুর
নাগরি ছিফাই ছাববির আহমদ
কমোডিআন তপন দাস কলকাতা
মানজুর হোসেন (ছিলেট)
হাবিবুর রহমান জোসেফ (কমলগঞ্জ)
ফখর উদ্দিন চৌধুরী (লন্ডন)
সালেহ আহমদ সাকী(বিশ্বনাথ)
মুহিবুর রহমান সুয়েব (মুলইবাজার)

জোড়া হরফ বেবহারের পরোতিবাদ ওনিনদা

ইংরেজি ভাশাত জোড়া **হরফ (যুক্তাক্ষর)** নাই ইখান ইংরেজির ভাশার আলাদা গুন ।ওমলা আমরার ছিলেটি ভাশাত জোড়া **হরফ (যুক্তাক্ষর** নাই ইটাও আমরার ভাশার এখটা গুন ।ইটাও ছিলেটি ও বাংলা ভাশার এখটা তফাত।
বহুত ছিলেটি হখলে না জানি- না বুঝি ছিলেটি ভাশার নাগরিরে বিকরিতি করবা।যে হখল হরফ নাই ওতা হরফ দিআ যুকতো হরফ বানাইআ বহুতরে ভুল পথে নিরা।নাগরিতে জোড়া **হরফ (যুক্তাক্ষর** বেবহার হএ না।যেরা বাংলারে নকল করি করবা তারার কামর পরোতিবাদ ও নিনদা জানাই।
বিটিশে চা খানি হিখাইছে আর চা বাগান করা হিখাইছে।আমরা পরিষদ তনে ভারতর মনিপুর ও আসাম ছিলটে নাগরিতে পেপার বার করা , নাগরি ওয়াল লেখানি ও নাগরি হিখা পরোতিযোগিতা করিআ বিটিশর লাগান হিখাইতাম চাই।

নবাব শিরাজের পতনর সময় দরশক বাঙালীরা একটা করি ইটা মারলে ইংরেজ ভাগত। আর আমরার নাগরি আন্দোলন হকল দরশক হখলে এগু করি নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা করলে এক বছরে নাগরি ফিরিয়া আইল হনে।

ছিলেটি ভাষার আধুনিকায়ন নাগরি ছ্‌ইনিকের হাত ধরে আর ।এই কথাটি হখলে মানরা।

।আমরা ছিলটি ভাষার নাগরিরে বই এ হারাইবার লাগি আনদোলন করলাম আর দেশর অন্য পাঁচটি ভাষার মাইনশে বই পাইল ।আমরার কপাল খারাপ । 2017 শালে বাংলাদেশ শরকার
পাঁচটা ভাষাএ
চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা এবং সাদরি তারারে বই দেএ।আমরা ছিলটিরা কি দোশ কররাম ।আমরার দাবি জোরদার করা লাগব।

ছিলটি ভাশার মালিক ছিলেটিরা ।তারাই এই ভাশার কানডারি।আর কোন ভাশাকে নকল করে বা যে হরফ নাগরিতে নাই তা বেবহার করে ছিলেটি ভাশাকে উপভাশা বানানোর কুমতলব ছিলেটিরা মানতো নায়।আমরা গোলামি ওভভাশ ছাড়িআ ছিলটি ভাশার তার নিজর ছুনদর ও নমুনা ঠিক রাখিআ যতনো খরি।আউকা ছিলেটি ভাশার আলাদা গুন রাখিআ দুনিআর মাঝে আমরার ভাশারে গরবো করি তুলি ধরি।

দুই নমবর খনডো
মার ভাশা (মাতৃভাষা) শংগেরামে ছিলেটি জাতি

নাগরি হরফ দিআ দেওআল লেখা ,নাগরি হিখানি ও নাম দছতগত হিখানি তনে শুরু করিআ বেআখরন লেখা শহ হখলতার মুলে হইল হইল নাগরি দিবশ ।এই নাগরি দিবশরে মনে করি এই ছিলেটি ভাশার বেআখরনে নাগরি ছিফাই হখলর কামে কিরিতগগতা দেখানির লাগি মার ভাশা শংগেরামে(মাতৃভাষা সংগ্রামে) ছিলেটি জাতি নামে পরিশিশট দুই নমবর খনড রাখা হইছে।খেহ তেড়া চউখে দেখইননা জান। এ খনডো বাংলা ও ছিলেটি এই দু ভাশাএ লেখা হইছে ।

ছিলেটি ভাশার নাগরির ইতিবৃত্ত

সিলেটি ভাষার নাগরি লিপি বাংলাদেশের সিলেট ভারতে আসাম রাজ্য মণিপুর রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য ও নাগাল্যান্ড রাজ্য কাছাড় রাজ্যের কিছু অঞ্চলে ব্যবহৃত একটি লেখ্য লিপি নাম নাগরি লিপি। তাহা ছাড়া বাংলাদেশের ময়মনসিংহ , নেত্রকোনা ,কিশোরগঞ্জ ও লিপিটি মূলত প্রচলন ছিল।নৌ পরিবহনের কারণে চট্টগ্রাম বরিশাল পর্যন্ত নাগরির পরিধি ছিল ।বাংলা ,আরবি , কাইথি এবং দেবনাগরী থেকে উদ্ভূত এবং এতে আরবি ও ফার্সি অক্ষরের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এই লিপি দিয়ে শুদ্ধবাংলা , সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত নয়, বরং সিলেটি ভাষাই লেখা হতো।তাই এটি সিলেটি ভাষার লিপি হলো নাগরি।ঐতিহ্যগতভাবে অনেকে বিশ্বাস করেন ব্রাহ্মি লিপি ব্রহ্মার পক্ষ থেকে দেওয়া একটি লিপি, তাই সিলেটের মুসলমানগণ এই লিপি ব্যবহার করে তাদের সাহিত্য রচনা কিংবা লেখালেখী করতে এই লিপির উদ্ভব। আর তাই ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁরা আরবি আর ফার্সি হরফকে নিজেদের হরফ বলে ধরে নিয়ে আলাদা একটি লিপি তৈরি করে নেন। এরই ধারাবাহিকতায় জন্ম হয় নাগরি লিপির।অনেকে নাগরি লিপি, সিলেটি নাগরি জালালাবাদী নাগরি , ফুল নাগরি,মুসলমানী নাগরি ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল বলে মনে করেন। তবে যে নামে পরিচিতি থাকুক না কেন নামের সাথে 'নাগরি শব্দটি সংযুক্ত ছিল। এই লিপির উৎস সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন ধারণামূলক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অনেকে বলেন সিলেটের মুসলমানরাই এই লিপির উদ্ভাবক,এটা নিছক যুক্তি কারণ এত হিন্দু লেখক নাগরিতে পাই কি করে। তুলনামূলক নিচু জাতের লোকেরা এই লিপির চর্চা করতেন এটা ভূল কারণ নিচু জাতের লোকতো লেখা পড়া জানত না

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মতে, বিখ্যাত ধর্মীয়-পরিব্রাজক জনাব শাহ জালাল [রহ.] ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দিতে যখন সিলেট আগমন করেন
তিনিই এই লিপি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন।এটা ভূল অনুমান কারণ তার তিনি নিজে বা তার সফর সঙ্গী কেহ নাগরি লিপিতে রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। বিপুল সংখ্যক এবং সিংহভাগ সাহিত্যকর্মই সুফিবাদ অনুসরণ করে বলে অনেকে সাম্প্রদায়িক চোখে দেখতে চান। অন্যদিকে ড. আহমদ হাসান দানীর মতে, আফগান শাসনের সময়, অর্থাৎ আফগানরা যখন সিলেটে অবস্থান করতেন, ঐ সময়ই তাঁদের দ্বারা এই লিপির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই মতকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় আফগান মুদ্রায় উল্লেখিত লিপি, যার সাথে সিলেটি নাগরীর কয়েকটি বর্ণের মিল রয়েছে। তাছাড়া সিলেটে আফগান অভিবাসীও সংখ্যায় অনেক ছিলেন। আরো যেসব মতামত প্রচলিত আছে সেগুলো হলো: দেবনাগরির সঙ্গে যেহেতু সিলেটবাসী পরিচিত ছিলেন, তাই দেব নাগরির আদলেই এই লিপি সিলেটিরা তৈরি করে নিয়েছিলেন;প্রতিবেশী নেপাল ইত্যাদি দেশ থেকে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাধ্যমে এই লিপি সিলেটে উদ্ভাবিত হয়; সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দিতে বিহার যুক্ত প্রদেশ থেকে আগত সিপাহী বসবাসকারীদের সুবিধার জন্য সিলেটি নাগরি লিপির সৃষ্টি হয়।অনেকে মনে করেন জন সাধারণের লেখাপড়া চালু করার নিমিত্তে বাংলা লিপি থেকে এই নাগরি লিপি তৈরি করে নেন। এটা মূলত লৌকিক বিশ্বাস।তবে সব মতামত যাচাই করে বিশেষজ্ঞগণ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন: শাহ জালালের [রহ.] সময়ে তাঁর অনুসারীদের দ্বারা, আফগান শাসনামলে আফগানদের দ্বারা কিংবা দোভাষী পুঁথির সমান্তরালে সিলেটেই নাগরি লিপি জন্ম। নাগরি লিপি সিলেট ছাড়া মূদ্রনজনিত কারণে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল কলকাতা, শিলং প্রভৃতি স্থানে। পন্ডিতদের লেখনী থেকে বাঁকুড়ায় এই লিপির ব্যাপ্তি ছিল বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।মোট কথা সিলেট নাগরি লিপির জন্ম ।তারাই এই লিপির ধারক ও বাহক। ১৮৬০- ১৮৭০ এর সময়কালে মৌলভী আব্দুল করিমের প্রচেষ্টায় নাগরি লিপির ছাপাখানা খোলা হয়েছিল ইসলামিয়া প্রেস সিলেটে শিয়ালদহ, হামিদি প্রিন্টিং প্রেস (কলকাতা) প্রধান ।ছিলেটি নাগরির ভাণ্ডার ভরে উঠে বহু জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিত,সাধক ও মরমিদের লেখনীতে।।নাগরির সুপ্রাচীন অমরগ্রন্থ গুলি হলো তালিব হুসেন '(১৫৪৯)-লেখক- গোলাম হুসেন ।'রাগনামা'-(১৭২৭)-লেখক-ফাজিল নাসিম মোহাম্মদ।' নূর নাছিহাত ' (১৮১৯) * ' রাগনূর'*এবং'সাত কন্যার বাখান' -লেখক - সৈয়দশাহনূর(১৭১৩-১১৮৫৪)।' বেদ সার ' -লেখক-শাহ হুসনআলম(১৭৫০-১৮৫০)।' মুশ্কিল তরণ ' * ' হাশর তরণ ' * ' রাগ বাউল ' * ' কিয়ামত নামা '*

' সিতাঙ্গী রাগ '- লেখক- সিতালং শাহ (১৮০০) ।' হারুফুল খাছলত ' (১৮৭৫) লিখেছেন - নাসিম আলী (১৮১৩ - ১৯২০) ।' হালতুন নবি ' (১৮৫৫) * ' মুহব্বত নামা ' * ' হাশর মিছিল ' * ' রদ্দে কুফর '-লিখেছেন- মুন্সি মুহাম্মদ সাদিক আলি।এছাড়াও পূথি কিতাব লিখেছেন - ' কাদিনামা' * ' সাচ্চি মাসলা ' * ' সোনাবানের পূঁথি ' বিশিষ্ট লেখক আব্দুল করিম প্রমূখ। প্রায় দেড় কোটি লোকের মাতৃভাষার বর্ণ নাগরি।বর্তমানে এই লিপিটি পাঠ্যপুস্তকে না থাকায় বিলুপ্তির পথে ।আমি দুই হাজার পনরো সালের সাতই মে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্তি করে সকল দেশে নাগরির স্বীকৃতির দাবি প্রথম তুলি ।এর পর নাগরি বিপ্লবের সূচনা হয়।দুই হাজার পনরো সালকে নাগরির স্বর্ণ যুগের সূচনা বলা যায়।অনেকে নাগরিতে নাম লেখছে ।নাগরি বর্নে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ নামে বিভিন্ন দেশে শতাধিক কমিটি গঠিত হয়েছে ।বিভিন্ন স্কুলে নাগরি শিক্ষকের মাধ্যমে নাগরি লেখা প্রতিযোগিতা হচ্ছে।নাগরি হরফ দিয়ে দেওয়াল লেখা সহ অনেক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।নিজের মায়ের ভাষাকে ফিরিয়ে আনতে আমার আহবানে অনেক নাগরি সৈনিক কাজ করছেন।বিশেষ করে সিলেট থেকে শহীদুল ইসলাম আ রউফ ভারত থেকে জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়্যা ও কমর উদ্দিন সহ আর অনেকে।

(নাগরি সৈনিক নিয়ে আমার একটি কবিতা)

নাগরি সৈনিক

যেরা লইয়া গেল শ শ নাগরি পুসটার মাইনসর দুয়ারে দুয়ারে
যেরা হিকাইল শ শ হুরুরতারে নাগরি হরফ আদরে
যেরা নামল রাস্তায় রাস্তায় গন সাক্ষর মানববন্ধন আর ওয়াল লেখাতে
যেরা টাকা কড়ি খরচ করে নাড়ীর টানে
যেরা সারকলিপি আর কমিটি গঠনে হারাদিন কাঠে।
এরানি নাগরি প্রেমিক এরানি গবেষক
না না এরা নাগরি সৈনিক।

জয় সিলেট জয় নাগরি।

তথ্যসুত্র

১,রাজনগরের ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পৃ১২০
২,মৌলবীবাজার জেলার ইতিহাস, ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পৃ২০৮
৩,সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত ,ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৬,উইকিপিডিয়া

দলিলে নাগরিতে দস্তগত

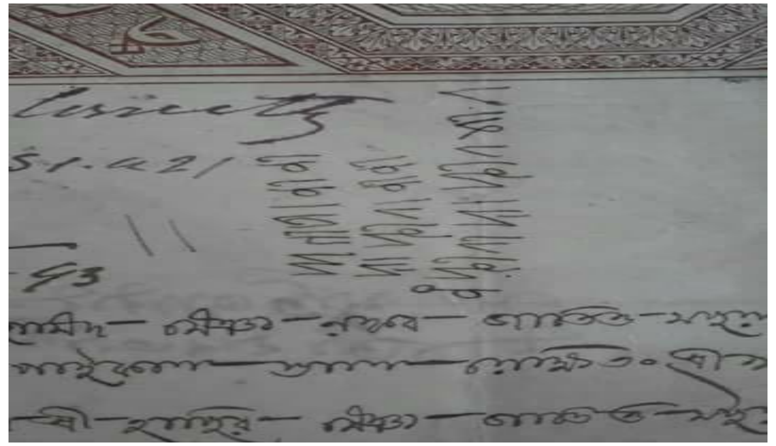

ছিলেটি ভাষা এত সমৃদ্ধশালী ছিল যে শত শত লোক দলিলে নাগরিতে দস্তগত দিতেন ।আসাম থেকে সংগ্রহীত 1943 সালে গুমড়ার একটি দলিলের নমুনা দেওয়া হইল।

বিপ্লবের মেয়াদ

ভারতে বলা হয় নাগরি বিপ্লব আর বাংলাদেশে বলি নাগরি আন্দোলন । বাংলাদেশের ছিলেটে দু হাজার পনরো সালের শেষ সাত মাসে নাগরি আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার পর সাত মাসের তথ্য দিয়ে ছিলটি ভাষার নাগরি আন্দোলন বই প্রকাশিত হয়।ভারতের মণিপুরে দু হাজার সতরো সালের
জুলাই এই মাসের মধ্যে সাতটি নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা আর তিন কমিটি গঠিত ও একটা নাগরি হরফের দেওয়াল লেখা হইছে আর একটি নাগরিতে
ছিলটি খবর পেপার বারইছে।
আগষ্টে দুই কমিটি তিনটি প্রতিযোগিতা আর দুই দোকান সাইন বোর্ড আর একটা নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা হইছে ও স্মারকলিপি দেওয়া হইল। এই মাসের কামের তথ্য দিয়ে সেপ্টেম্বর পহলা সপ্তাহে মণিপুরে নাগরি বিপ্লব বই প্রকাশ হয়।আটটি দেওয়াল লেখা ও সাইত্রিশটি নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা ও এক শ টির মত কমিটি গঠন সহ হকল কামের তথ্য দিয়ে নাগরির সংগ্রামে ছিলেট জাতি বই ডিসেম্বরে প্রকাশিত হল।

ছিলটি ভাষার নাগরিকে ফিরিয়া আনতে ছিলেট জাতির করণীয়

এক ......
নাগরিতে নাম লেখানি :নাগরিতে নাম লেখাইলে নিরক্ষতা দূর হইল আর আজীবন তার দিলে নাগরি জিন্দা থাকবে ।নাম যে লিখেছে সে জীবনে নাগরি শব্দ ভূলবে না

দুই ......
কমিটি গঠন : অনেকে কইন পরিষদের কমিটি করে কি ফায়দা।যখন এম এ পাশ ছিলেটের একটা ছেলে বলে নাগরি নাম জীবনে শুনি নাই এটা কি স্যার।তখন আমি অবাক হয়ে যাই আমরা ছিলেটিরা কত বেকুপ।তাই একটি কমিটি দশ জন সদস্য নিয়ে করলে এরা এক এক জন দশ জন করে বন্ধুদের বললে প্রায় একশ জন লোক একটি কমিটির মাধ্যমে নাগরি নামটি অন্তত জানতে পারবে।
আন্দোলনের জন্য কমিটি ভুমিকা রাখবে।তাছাড়া ভাষার জন্য সংগঠক তৈরী নাগরিতে নাম লেখা পোষ্টার বিতরন তো আছে ।
তিন ......
নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা : আইজ হুরোরতা
 যেরারে আমরা নাগরি হিকারাম তারা বড় হইয়া একদিন অধ্যক্ষ এম পি মন্ত্রী হইব তারা নাগরির স্বীকৃতি আদায় করবে ।আমরা কালি বিচ লাগাতাম অইব।
চাইর ......
নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা ও সাইনবোর্ড লেখাইতে হইব।

পাঁচ......
 নাগরিতে খবরের কাগজ বার করা হকল জেলা শহর থেকে।
ছয় ......
স্মারক লিপি ও মানব বন্ধন গণসাক্ষর আয়োজন করা।
পাঠ্যপুস্তকে নাগরি যোগ করার লাগি ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দেওয়া।
আমাদের মাতৃভাষা ছিলটি তাহা বাচ্ছাদের হিকাইয়া তুলি।
থানায় থানায় নাগরি সাহিত্য পরিষদ ও নাগরি একাডেমী গঠন করুন। হকল কলেজে আরবী বিভাগ সংস্কৃত বিভাগের পাশাপাশি নাগরি বিভাগের দাবী তোলা। বাসা বাড়ী ও সড়কের নাম নাগরিতে লেখতে হবে।
ছিলটি হোররতাতে নাগরি হিকাইয়া তোলেন ।এরা একদিন ডি সি মন্ত্রী মত কর্ণধার হয়ে নাগরির স্বীকৃতি আদায় করবে ।যদিও আমি মুমিনুল হক থাকব না।

ছিলেটি জাতি

পূর্ব ভারতে সেভেন সিসটারের মত ছিলেটি একটি জাতি।অখন্ড ছিলেট ভারতের সাথে থাকলে আট সিসটার নামে পরিচিত হত।ছিলেট উন্নিশ শ সাতচল্লিশ সালে দু ভাগ হওয়ায় বাংলাদেশের ছিলেট অংশ বাঙালী জাতি হিসেবে পরিচিতি হচ্ছে নয়া প্রজন্মরা।এর পিছনে বই পুস্থক বড় ভূমিকা রাখছে।
ছিলেটি একটি জাতি হিসেবে গুগল একটি পেইজ।

4G 10:25 AM 75%

^ Sylheti Jati

Sylheti Ethnicity is also known as **Sylheti Zaati** in popular form; it includes peoples from Barak Valley in Southern Assam, India and Surma Valley or Sylhet Division, Bangladesh. Sylheti Zaati includes peoples from different religious denominations including Muslims, Hindus, Christians, Pagans and Atheists. A perception runs wild in Bangladesh that people of Sylhet are planning in connivance with India to carve out an independent state of Sylhet consisting of South Assam, Meghalaya, Tripura, greater Mymensingh, greater Dhaka, greater Comilla, greater Noakhali, greater Chittagong and Chittagong Hill Tracts with the epicentre at the city of Sylhet. This myth was concocted in an anonymous group or individual(s) in London and it led to consequential suppression of Sylheti Zaati in Bangladesh. Sylheti Zapatista is gaining wider recognition and momentum outside of Bangladesh due to growing human

এক নজরে ছিলটি নাগরি

১, নাগরি অক্ষর বত্রিশ টি ।পাঁচটি স্বরবর্ণ সাতাইশটি ব্যঞ্জন বর্ণ
2,নাগরির প্রচলন হয় আনুমানিক ছয় শ পূর্বে।উৎপত্তি বাংলাদেশের ছিলেটে ,
৩ ,সাত মে দু হাজার পনরো সালে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পহলা বই পুস্তকে নাগরি যোগ করার দাবি তোলেন।
৪,ছিলটি ভাষার নাগরি নিয়ে তিনজন ছিলটি পি এইচ ডি করছইন।
৫ ,ছিলটি নাগরিতে পহলা কবিতা গ্রন্থ নাগরির কবিতা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক হক সম্পাদনা করইন।
৬ ছিলটি ভাষার নাগরি সাহিত্যে জনপ্রিয় বই হালতুন্নবী লেখক মুনসী ছাদেক আলী।
৭ , দু হাজার পনরো সালে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হকের সম্পাদনায় পহলা নাগরি খবরর কাগজ ছিলটি খবর প্রকাশিত হয়।
৮, নাগরি সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক মুনসী ছাদেক আলী ও শীতালং শাহ
৯,ছিলটিদেরমাতৃভাষা ছিলটি ভাষা আর ছিলটি একটি জাতি তা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পহলা বই পুস্তকে লিখেন।
১০ ,দু হাজার পাঁচ সালে ছিলটি ভাষার নাগরি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে ইউনিকোর্ড লাভ করে জেমস উইলিয়ামের সহযোগিতায়।
১১ ,নাগরিকে বিলুপ্তির হাত থাকি রক্ষার লাগি ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক নাগরি বিপ্লব হকল জাগায় শুরু করেন।
১২ ,ছিলটি ভাষায় পহলা ব্যাকরণ লিখেন স্টিভেন দু হাজার চার সালে ।
১৩ ,নাগরি শিক্ষক নাগরি সৈনিক নাগরি আন্দোলন
 ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পহলা ব্যবহার করেন ছিলটি ভাষাকে প্রতিষ্টিত করতে এগিয়ে আসেন।

১৪ ,সারা দুনিয়া দেড় কোটির মত মানুষ ছিলটি ভাষা মানুষ কথা বলে।

১৫ ,নাগরি আন্দোলন বা বিপ্লবের প্রবর্তক ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক।

১৬ ,পহলা নাগরি ফন্ট উদ্ভাবন করইন জলিল চৌধুরী

১৭, ছিলটি ভাষার নাগরি আন্দোলন ও মণিপুরে নাগরি বিপ্লব নামে পহলা বই ছিলটি বই ও বিনা মূল্যে হরফের পোস্টার ও হরফের বই ও নাগরি পেপার প্রকাশ করতে নিজ পকেট থেকে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পাঁচ লাখ টাকা খরচ করেন।

১৮ ,আটারো শ ষাট সালে ছিলেটের আ করিম পহলা ছিলেট শহরে নাগরি ছাপাখানা প্রতিষ্টা করইন।

১৯ ,নাগরির লাগি কমিটি গঠন নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা - হরফের সাইনবোর্ড - ব্যানার ও নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা করা ও নাগরিতে নাম দস্তগত হিকানোর চারটি ধারনা প্রয়োগ করে ইতিহাসবিদ মুমিনুল পহলা সফল নাগরি বিপ্লব সূচনা করেন।ছিলেটি একটি আলাদা জাতি পয়লা দাবি করেন।

মুলইবাজার সরকারী কলেজে নাগরির উপর আলোচনা সভা ও সমাবেশে বক্তব্যরত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

পরিষদের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত তথ্য

কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক, মিজানুর রহমান খান, শহীদুল ইসলাম, তারেক হাসান চৌধুরী। নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ স্থাপিত ৭ই মে ২০১৫ প্রতিষ্ঠাতা ড. মুমিনুল হক অন্যান্য সক্রিয় ড. কুতুব উদ্দিন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, আব্দুল হক চৌধুরী, লুৎফুল ইকরাম লিটু, মারুফ আহমদ রনি, তৌকির আহমদ শাওন। ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা: ২২ মে; সাসপা করিম (সমন্বয়ক), অনুপম দত্ত (উপদেষ্টা), ফখরুল ইসলাম (উপদেষ্টা), মো. শিপন মিয়া (উপদেষ্টা), প্রশান্ত নাইডু অজয় (সাধারণ সম্পাদক); পুলক দেব (যুগ্ম সম্পাদক) ২. মৌলবীবাজার জেলা শাখা: ২৫ মে; মো আনোয়ার আলী (সভাপতি), মশাহিদ আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), জহির উদ্দিন (সদস্য) ৩. সিলেট জেলা শাখা: ৩০ মে; তারেক হাসান চৌধুরী (সাংগঠনিক সম্পাদক), আব্দুল্লাহ আল ফারুক (প্রচার সম্পাদক); ৪. হবিগঞ্জ জেলা শাখা: ২ জুন; এডভোকেট এস এম ইলিয়াস মিয়া (সভাপতি), এম শহীদুজ্জামান চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক), ৫. মৌলবীবাজার সদর উপজেলা শাখা: ৫ জুন; মো তুহিন (সভাপতি), রায়হান আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ৬. কমলগঞ্জ উপজেলা শাখা: ৬ জুন; লুৎফুর রহমান জাকারিয়া (আহবায়ক), হোসেন জুবায়ের (যুগ্ম আহবায়ক), আ. হাদি জুমন (সদস্য সচিব), মুজিবুর রহমান শ্যামল; ৭. বালাগঞ্জ উপজেলা শাখা: ১৬ জুন; কবির আহমদ (সভাপতি), এম সোলেমান বেগ (সাধারণ সম্পাদক), আর এ কাওছার (সহসম্পাদক); ৮. সিলেট মহানগর শাখা: ১৭ জুন; বাহারুল হুদা (সভাপতি), অনুতোষ মোদক (সহসভাপতি), মিজানুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক), আনোয়ার হোসেন আমজাদ (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), জিএম তানভির হাসান (সদস্য), বেলাল আহমদ (সদস্য); ৯. সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা শাখা: ৩ আগস্ট, মাস্টার কবির আহমদ (সমন্বয়ক), এড. হাবিবুর রহমান (সভাপতি), এড. আবুল হোসেন (সাধারণ সম্পাদক), ১০. তাহিরপুর উপজেলা শাখা: ২৪ জুলাই; লুৎফুল (সমন্বয়ক), গোলাম সরোয়ার লিটন (সভাপতি), আলম সাব্বির (সাধারন সম্পাদক); মো. মিজানুর রহমান খান (জেলা সমন্বয়ক), সুনামগঞ্জ ১১. ছাতক উপজেলা শাখা: ২৪ জুলাই; এড. সিতাব আলী (সমন্বয়ক), প্রভাষক আব্দুল হামিদ (সভাপতি), এড : আবুল কালাম আজাদ (সাধারণ সম্পাদক), অনুপম কর (সহ সম্পাদক), পঙ্কজ দত্ত (সাংগঠনিক সম্পাদক); ১২. নবীগঞ্জ

উপজেলা শাখা: ৪ আগস্ট; সামসুল ইসলাম ছনু (সভাপতি), বদরুল আলম চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক); ১৩. হবিগঞ্জ সদর উপজেলা শাখা: ৩ আগস্ট, মাস্টার কবির আহমদ (সমন্বয়ক), এড. হাবিবুর রহমান (সভাপতি), এড. আবুল হোসেন (সাধারণ সম্পাদক); ১৪. বিশম্বরপুর উপজেলা শাখা: ৮ আগস্ট, তানবির আহমেদ (সমন্বয়ক), এএইচএম মোশারফ (সভাপতি), লুৎফুর রহমান লিটন (সাধারণ সম্পাদক); ১৫. রাজনগর উপজেলা শাখা: ২৬ জুলাই; মনতোশ দাশ (সমন্বয়ক), ফখরুল ইসলাম (সভাপতি), জুয়েল আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), রিবান বকস্ (সদস্য) ১৬. রাজনগর একাসন্তোস দাখিল মাদরাসা: মো শাকির আহমদ (সভাপতি), মো রেদওয়ান ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক), ১৭. মৌলভীবাজার পৌর কমিটি: ২৬ জুলাই: মোজাহিদ উদ্দিন (সমন্বয়ক), আব্দুল কাইয়ুম (সভাপতি) ও ইমন আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ১৮. মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ শাখা: ৩০ জুন; মেরাজ হোসেন চৌধুরী (সহ-সমন্বয়ক), আব্দুল ওয়াহিদ (সভাপতি), ঝলক রঞ্জন দাশ (সাংগঠনিক সম্পাদ), শাহীন আহমদ (সদস্য), কাজল গোপ (সদস্য) ১৯. খলিলপুর ইউপি মৌলবীবাজার শাখা: সৈয়দ মাছুম আলী (সভাপতি), রাজ্জাক আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ২০. রাজনগর ডি এস ফাজিল মাদরাসা শাখা: ১২ আগস্ট; মো তৌহিদ আহমদ জীবন (সভাপতি), শেখ তারেক আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ২১. মদনমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ১৩ আগস্ট; ওলিউর রহমান (সভাপতি), সোহাগ আহমদ (সম্পাদক); ২২. কমলগনৃজ পৌর কমিটি, ১৩ আগস্ট, বিশ্বজিৎ রায় (সভাপতি), মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পাদক); ২৩. গোবিন্দগঞ্জ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাতক, ১২ আগস্ট; তজম্মুল হক রিপন (সভাপতি), দিনুল ইসলাম শ্যামল (সম্পাদক); ২৪. শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখা, আব্দুর রউফ (সমন্বয়ক), সুজাত আহমদ (সভাপতি), আনোয়ার হোসেন (সম্পাদক); ২৫. কুলাউড়া উপজেলা শাখা; ১২ আগস্ট, এ কে এম জাবের (সভাপতি), মিনহাজুল আবেদিন মান্না (সম্পাদক); ২৬. এমসি কলেজ শাখা ১০ জুন; মাহমুদুল হাসান (সাধারণ সম্পাদক); ২৭. শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ আগস্ট: আসিফ আদনান (সমন্বয়ক), আবীদ সালমান (সভাপতি), মোস্তাক আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), ২৮. বড়লেখা কমিটি: ২০ আগস্ট; সমছ উদ্দিন (সভাপতি), তামীম ওয়াহিদ ইব্রাহীম (সাধারণ সম্পাদক), ২৯. যুক্তরাজ্য কমিটি: ১৯ আগস্ট; ফখর উদ্দিন চৌ. (সমন্বয়ক), মুহিব চৌধুরী (উপদেষ্টা), শাহীনুর রশিদ, তাওহিদুল আরেফিন চৌধুরী, ৩০. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা:

২০ জুলাই; বেনু রঞ্জন মজুমদার (সমন্বয়ক), সামিউল কবির (সভাপতি), শাহরিয়ার ইয়াকুব (সম্পাদক) ৩১. রাজনগর ইউনিয়ন কমিটি: ২৭ জুলাই; রোভার শেখ তারেকুল ইসলাম (সমন্বয়ক), বদরুল ইসলাম রুমান (সভাপতি)। ৩২. আদমপুর ইউনিয়ন কমলগঞ্জ: ২২ আগস্ট; সাব্বির এলাহী (সভাপতি), আব্দুল গণি দুলাল (সাধারণ সম্পাদক) ৩৩. জৈন্তাপুর উপজেলা শাখাঃ সভাপতিঃ এইচ.এম আলমগীর সহ-সভাপতিঃ মিছবাহ উদ্দিন সাধার সম্পাদকঃ ইফতেখার আহমদ মুন্না সাংগঠনিক সম্পাদকঃ শ্যামল চন্দ্র নাথ যুগ্ম সাধার সম্পাদকঃ আনোয়ার হোসেন।

৩৪. সুনামগঞ্জ জেলা কমিটিঃ সভাপতিঃ আব্দুস ছাত্তার মামুন সেক্রেটারিঃ সুহেল আহমদ। ৩৫. দোয়ারা বাজার উপজেলা; সমন্বয়ক- আজিজুর রহমান। ৩৬. জগন্নাথপুর উপজেলা; সভাপতি-ঃ মোঃ আমিনুল হক শায়েক সাধারণ সম্পাদক- দিদার মিয়া। ৩৭. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলাঃ সমন্বয়ক- শফিকুর রহমান রাজু, সভাপতি- মিত্তক মাওলা সাধারণ সম্পাদক- জামিল আহমেদ। ৩৮. আবু হোরায়রা মাদরাসা, সিলেট; সমন্বয়ক- হাফিজ তারেক হাসান চৌধুরী সভাপতি- কয়েহ আহমদ, সেক্রেটারি- জামাল আহমদ। ৩৯. রাজনগর পোর্টিয়াস মডেল হাই স্কুল, রাজনগরঃ সমন্বয়ক- খন্দকার মোফাজ্জল সভাপতি- প্রতীক নন্দী দীপ, সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম। ৪০. কাকিয়াবাজার হাই স্কুল শ্রীমঙ্গলঃ সমন্বয়ক- নোমান আহমদ, প্রধান শিক্ষক সভাপতি- ক্ষিতীশ চন্দ্র রুদ্রপাল সাধারণ সম্পাদক- স্বপ্না মজুমদার। ৪২. ফতেপুর ইউনিয়নের সমন্বয়ক রোভার মুঃ জাহেদুল ইসলাম, সভাপতি ডাঃ তোফায়েল আহমদ জুনেদ, সাধারণ সম্পাদক- হাফিজ আব্দুল কাইয়ুম, ৪৩. টেংরাবাজার ইউনিয়নের সমন্বয়ক পান্ত ধর, সভাপতি- সরওয়ার খান, সাধারণ সম্পাদক মো- মুহিদ মিয়া। ৪৪. লিডিং ইউনিভার্সিটি ১৪ নভেম্বর ২০১৫; সভাপতি- রানা মজুমদার, সেক্রেটারি- রাসেল খান। ৪৫. সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ: সভাপতি রাজন পাল, সেক্রেটারি- গান্তিবধারী রায়। ৪৬. গোয়াইনঘাট উপজেলা: সভাপতি- জুনেদ আহমদ, সেক্রেটারি- মধু আহমদ শাওন। কমলগঞ্জ ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলার অনেক কমিটির নাম অন্তর্ভূক্ত করা যায় নি। ৪৭. রোভার এম. জসীম উদ্দিন সমন্বয়ক কামারচাক ইউনিয়ন। ৪৮. বিশ্বনাথ উপজেলা কমিটি সমন্বয়ক এস পি সেবু। ৪৯. ঢাকা দক্ষিন ইউনিয়ন কমিটি সমন্বয়ক শাহজাহান সাগর। ৫০. মৌলভীবাজার দরগা মহল্লা ওয়ার্ড কমিটি সমন্বয়ক মিলন শেখ। ৫১. শ্যামরকোনা গ্রাম কমিটি রাজনগর উপজেলা সমন্বয়ক রাহেল আহমদ। ৫২. অলি খান সমন্বয়ক বাহরাইন। ৫৩. আমিরাত সমন্বয়ক সাজিদুর রহমান। ৫৪. ফ্রান্স সমন্বয়ক ইমরান আহমদ মাসুম। ৫৫. ব্রিস্টল ইউকে সমন্বয়ক রাফিক হান্নান সভাপতি। ৫৬. দয়ামীর ইউনিয়ন কমিটি সমন্বয়ক সানিয়াদ আহমদ নোমান। ৫৭. শাহজালাল উপশহর কমিটি সমন্বয়ক এমদাদ আলী। ৫৮. সিলেট পলিটেকনিক সমন্বয়ক আবু সাদিদ। ৫৯. মুলইবাজার পলিটেকনিক সভাপতি হীরা দাশ। ৬০. কাতার সমন্বয়ক মোরশেদ আহমদ। ৬১. আকতার হোসেন আতিক সমন্বয়ক সিলেট জেলা। ৬২. মো শহীদ আলম সমন্বয়ক আমতৈল বিশ্বনাথ।

৬৩।হাফিজুর রহমান রাহি সমন্বয়ক বিনয়শ্রী গাও রাজনগর উপজেলা ৬৪। তানভীর আনজুম শুভ সমন্বয়ক মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটি সিলেট

৬৫।আলী আহমদ চৌধুরী সমন্বয়ক শাহপরান থানা ৬৭।ছাব্বির আহমদ সমন্বয়ক কুয়েত ৬৮।আলিম চৌধুরী সমন্বয়ক সৌদি আরব ৬৯।এবাদুর রহমান সমন্বয়ক ওসমানীনগর উপজেলা ৭০।সামাদুর রহমান রাফি সমন্বয়ক দক্ষিন সুরমা কলেজ ৭১।সৈয়দ আলী নুর সমন্বয়ক আবদু মিয়া কলেজ ওসমানীনগর ৭২। নঈম উদ্দিন লষ্কর সমন্বয়ক কটন বিশ্ববিদ্যালয় গৌহাটি

৭৪।রুবেল হোসেন বড়ভুইয়া সমন্বয়ক পলিটেকনিক শিলচর ৭৫।হবিবুল ইসলাম সমন্বয়ক বাম রাজনগর কাচাড়

৭৬।মেহবুবুল আমিন সমন্বয়ক মিনহাজ মজুমদার সহ সভাপতি হাইলাকান্দি জেলা শাখা

৭৭।ছাবির আহমদ সমন্বয়ক সাল ছাপরা বল্ক শিলচর

আর কমিটির নাম নাগরি সংগ্রামে ছিলেটি জাতি গ্রন্থে আছে।

ভারতর মনিপুর রাজ্যের কমিটি গুলোর বিবরণ মণিপুরে নাগরি বিপ্লব গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

ঐতিহাসিক একুশে জুন

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুমিনুল হক ছিলটি ভাষা স্বীকৃতির জন্য ২১ জুন ২০১৫ তারিখে প্রথম ঐতিহাসিক যে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর বরাবরে তার অনুলিপি

নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ

স্মারকলিপি

[illegible]

[illegible]

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকলিপির নাগরিতে লিখিত কপি

বই পুস্তকে ছিলটি ভাষা হারাইবার লাগি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদিকে দেওয়া স্মারকের কপি

To,

The Hon'ble Prime Minister of India,
New Delhi.
Through the Deputy Comissioner, Jiribam, Manipur

Sub:- Prayer for Preserve and promote Sylheti language with its ancient Scripts i.e Siloti-Nagri scripts by declaring Sylheti language as one of the 3rd language in India like Urdu, Persian etc. in the interest of about 1 (one) crore sylheti Bengali people of Northeast India.

Most Respected Sir,

We, on behalf of the **'MANIPUR NAGRI HOROF PROCHAR SOMITI'** have the honour to lay the following few lines for favour of your kind consideration and necessary action, please.

That sir, In our N.E. India, there are about 1(one) crore Sylheti Bengali whose mother tongue is Sylheti under Bengali identification. The Sylheti speak their mother tongue in all fields excepts in Schools and colleges.

That Sir, due to lack of books in School/College Sylhetis of N.E. India compelled to read 'BANGLA' language in the School/College and bound to mention 'Bengali' as mother tongue specially in N.E. Indian region such as Barak Valley of Assam and Jiribam of Manipur state.

That Sir, from ancient time, Sylheti -Nagri Script is used to write Sylheti -Bengali language UNESCO also declared 'Sylheti-Nagri' is the script of Sylheti -Bengal language UNESCO also declared 'Sylheti' as one the separate language with the UNICODES of the scripts in 2005, from BANGLA.

That Sir, due to lack of book in 'NAGRI SCRIPTS' for Sylhetis, the scripts as well as sylheti language is towards extinction.

That Sir, As per the UNESCO Resolution vide Resolution No. A/RES/61/266 dtd. 17 Nov., 1999 all language spoken by the people in the world should be promoted and preserved. According to that UN Resolution, we are praying to you kindly promote and declare "Sylheti-language with its own ancient NAGRI SCRIPTS" as one of the 3rd (third) language like Urdu, Persian, etc. in the interest of the 1 (one) crore syhleti -Bengali people of North East India.

Dated, Jiribam
The 28th Aug, 2017

Yours faithfully

On behalf of - MANIPUR
NAGRI HOROF PROCHAR SOMMTI

1. Komoruddin
2. Joynul Islam Barbhuiya
3. Md. Maina Mia
4. Md. Hussaim Ahmed
5. Md-Layak Uddin

স্মারকলিপি হস্তান্তর

১৬ জুলাই ২০১৫ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার ডিসি জনাব কামরুল হাসানকে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ শাখার পক্ষে মেরাজ চৌধুরী ও অলক দাস কর্তৃক নাগরি পোস্টার ও স্মারকলিপি প্রদানের দৃশ্য।

ভারতের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বরাবরে ষ্মারকলিপি প্রেরণ

ঐতিহাসিক আটাশে আগষ্ট ।ছিলটি ভাষা ভারতের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্তির দাবিতে নাগরি প্রচার কমিটি পক্ষ থেকে মণিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার ডি সি রবার্ট ক্ষেত্রিময়ুমের মাধ্যমে ভারতের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বরাবরে ষ্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়।

দোকানে নাগরিতে সাইনবোর্ড

এক

দু হাজার পনরো সালে ছাতক উপজেলার গোবিন্দ গঞ্জে আবুল কালাম পয়লা দোকানে নাগরিতে সাইনবোর্ড লাগান

দুই

দু হাজার ষোল সালে রাজনগর উপজেলার তারাপাশা বাজারে নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগান।

তিন

দু হাজার সতরো সালে ভারতের মণিপুরের জিরিবামে ময়না মিয়া নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগান।

চাইর

দু হাজার সতরো সালে ভারতের মণিপুরের জিরিবামে আ কাদির নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগান।

পাচ

দু হাজার আটারো সালে আসামর কাছাড়ের বামে আ মান্নান লস্কর নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগান।

২০১৫ সালের ১৪ নভেম্বর শনিবার নাগরিতে লিখে প্রথম দোকানের সাইন বোর্ড টাঙাইয়াছেন এড. আবুল কালাম আজাদ দোকানের নাম গ্রামীণ কর্নার এড কনফেকশনারী পরিষদের তিনি ছাতক উপজেলা সাধারণ সম্পাদক। ইতিহাসে তিনি স্থান করে নিলেন। নাগরি সৈনিকদের জন্য সুখবর। পরিষদের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ।

নাগরি সৈনিক রনি রাজনগর উপজেলার তারা পাশা বাজারে নিজস্ব মারজানা লাইব্রেরি নাগরিতে নাম লিখেন ২০১৭ সালে। এটি দ্বিতীয় সাইনবোর্ড।

ভারতের পহলা নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড

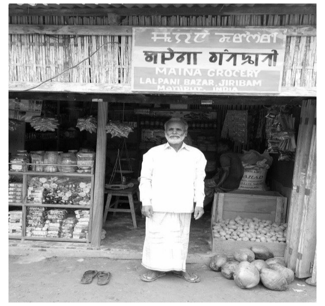

ভারতের পহলা নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগাইছন ময়না মিয়া (ময়না গ্রোসারী)লাল পানি বাজার

ভারতের দুই নমবার নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগাইছন আ কাদির (আমানত বুক সেন্টার)লাল পানি বাজার

কাচাড়ের বামের আ মান্নানের দোখানে নাগরিতে শাইনবোর্ড

নাগরির স্বীকৃতির দাবিতে চাইর জেলাএ সংবাদ শমমেলন

আমরা নিজর লাগি রাজনীতির লাগি কত কারণে সংবাদ সম্মেলন করি আর নিজর মার ভাষা ছিলটি ও নাগরি অক্ষরর লাগি কোন দিন কেহ সংবাদ সম্মেলন করচইন না। পয়লা হর এর লাগি খুশীর খবর। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে ছিলটর চাইর জেলা সদরে নাগরির স্বীকৃতির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করছি । 2018 সালের দশ ফেব্রুয়ারী মুলইবাজারে আটারো ফেব্রুয়ারী হবিগঞ্জে পচিশ ফেব্রুয়ারী ছিলেটে আর দুই মার্চ সুনামগঞ্জে আয়োজন করেছি। নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের প্রতিষ্টাতা হিসেবে আমি সহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মুলইবাজারের সংবাদ সম্মেলনের ছবি

হবিগঞ্জের সংবাদ সম্মেলনের ছবি

নাগরির স্বীকৃতির দাবিতে ছিলেটে সাংবাদিকদের মত বিনিময়

নাগরির স্বীকৃতির দাবিতে সুনামগঞ্জে সাংবাদিকদের মত বিনিময়।

নাগরিতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ছিলেটি খবরের প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতা

মণিপুর থেকে প্রকাশিত নাগরি পেপারের প্রথম পৃষ্টা

শিলচর থেকে প্রকাশিত নাগরি পেপারের প্রথম পৃষ্টা

গন সাক্ষর ও সংবাদ সম্মেলন

নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে মুলইবাজার শহরে গনসাক্ষর অভিযান ও আলোচনা সভা

নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে রাজনগর উপজেলার তারাপাশা বাজারে নাগরি সৈনিক রনি ও রিয়াজের নেতৃত্বে প্রথম গণমিছিল

নাগরি হরফে দেওয়াল লেখার তালিকা

এক/ বিয়ানি বাজার উপজেলা কাছারি রোড টাকা দিছইন রফিক হানান 1500
দুই / মুলইবাজার শহর কোর্ট রোড টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 সহযোগিতায় মিলন শেখ
তিন /শ ্রীমঙ্গল উপজেলা কাকিয়াবাজার হাই স্কুল টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 টাকা সহযোগিতায় আ রউপ
চার / শ্রীমঙ্গল উপজেলা কাকিয়াবাজার প্রাইমারী স্কুল টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 টাকা সহযোগিতায় আ রউপ
পাচ / মনিপুর লাল পানি টাকা দিছইন কমর উদ্দিন 200 টাকা ।লেখছইন জয়নুল ইসলাম
ছয় / মনিপুর লাল পানি টাকা দিছইন মুমিনুল হক 200 টাকা ।লেখছইন কমর উদ্দিন ।
সাত / রাজনগর উপজেলা কদম হাটা হাইস্কুল টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 টাকা ।সহযোগিতায় শহীদুল ইসলাম।
আট / কানাইঘাট উপজেলা জুলাই হাইস্কুল টাকা দিছইন মুমিনুল হক 2000 টাকা। সহযোগিতায় তানযিমুল ইসলাম ।
নয় / মুলইবাজার জগৎসী কলেজ টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 টাকা সহযোগিতায় অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম
দশ / আসাম জিরিঘাট টাকা দিছইন কমর উদ্দিন 200 টাকা। লেখছইন হেলিম লস্কর। সহযোগিতায়
এগারো / বড়লেখা উপজেলা সদর তানভীর আনজুম টাকা দিছইন 1500
বারো / কমলগঞ্জ উপজেলা হাজেরা বানু চৌ কে জি স্কুল টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 টাকা ।সহযোগিতা করছইন   অধ্যক্ষ ফখর উদ্দিন চৌধুরী
তেরো / কমলগঞ্জ উপজেলা আবুল ফজল চৌ হাই স্কুল টাকা দিছইন 500 মুমিনুল হক ।সহযোগিতা করছইন   অধ্যক্ষ ফখর উদ্দিন চৌধুরী
চৌদ্দ / মুলইবাজার সরকারী কলেজ । টাকা দিছইন 500 মুমিনুল হক ।সহযোগিতা করছইন শেখ মিলন ।
পনর / মুলইবাজার সরকারী কলেজ । টাকা দিছইন 500 মুমিনুল হক ।সহযোগিতা করছইন মেরাজ চৌধুরী।
ষোল / মুলইবাজার সরকারী কলেজ । টাকা দিছইন 500 মুমিনুল হক ।সহযোগিতা করছইন মেরাজ চৌধুরী
শতরো / আশামর শিলচর শহরতলি ।টাকা দিছইন রুবেল হোশেন ও কমর উদ্দিন।
আটারো / প্রগতি হাই ইশকুল বদিকোনা দ শুরমা ছিলেট টেথা দিছইন 1000 ছাববির আহমদ সহযোগিতায় সন্তোষ কুমার দাস প্রধান শিক্ষক প্রগতি স্কুল বদিকোনা
উনিশ / নাগরি হরফে ওয়াল লেখা ধনেহরি দুই নম্বর খনড শিলচর আসাম 24-06-2018 লেখছইন নঈম উদ্দিন লস্কর ও রুবেল হোসেন বড়ভুইআ টাকা দিছইন 250 ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক সহযোগিতায় ইফতিকার হোসেন লস্কর

নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা

নাগরি হরফে ওয়াল লেখা দক্ষিন সুরমা উপজেলা প্রগতি হাই স্কুল বদিকোনা 24-06-2018

নাগরি হরফে ওয়াল লেখা ধনেহরি দুই নম্বর খনড শিলচর আসাম 24-06-2018

নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা

রাজনগর উপজেলার কদমহাটা হাইস্কুলের দেওয়ালে নাগরি হরফ লেখার ছবি 13-05-2017

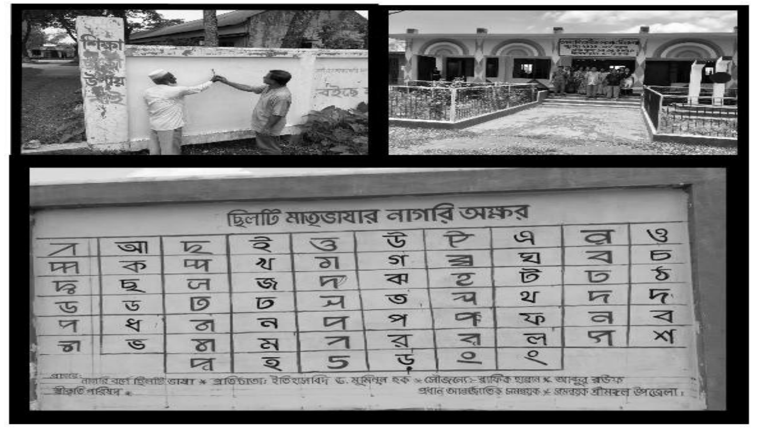

শ্রীমঙ্গল উপজেলার সিংহবীজ বিদ্যালয়ে দেওয়াল লেখার ছবি

আসামে নাগরি হরফ প্রচার কমিটি হাইলাকান্দি জেলা শাখা

চববিশে জুন রবিবার দু হাজার আটারো সালে তিনটার সময় আইলাকান্দিতে এক সভায় মেহবুবুল আমিন মজুমদার সমন্বয়ক ওয়াহিদুজজামান মজুমদার সভাপতি মিনহাজ উদ্দিন আবুল খয়ের মজুমদার সহ সভাপতি সাদিকুর রহমান বড়ভুইয়া সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম চৌধুরীকে সদস্য করে
আসামে নাগরি হরফ প্রচার কমিটি হাইলাকান্দি জেলা শাখা গঠিত হয়।

ছিলট বিভাগের রাজনগর উপজেলার চৌধুরী বাজারে নাগরি হরফে সাইনবোর্ড

পরিযদের নাগরি শিক্ষক বৃন্দ যে সকল স্কুলে নাগরি লেখা ও হিখা প্রতিযোগিতা করছইন তার তালিকা

2015 সাল

১ নাগরি শিক্ষক পংকজ দত্ত ছাতকেরশ্যাম নগর বিদ্যালয়
২ পংকজ দত্ত ছাতকের কৃষন নগর বিদ্যালয়
৩ নাগরি শিক্ষক তারেক হাসান চৌধুরী সিলেটের জামেয়া আবু হোরায়রা মাদরাসা
৪ শাকির আহমদ রাজনগর উপজেলার একাশন্তোশ মাদরাসা সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ,
৫ শাকির আহমদ মেলাগড় বিদ্যালয় সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক নাগরি শিক্ষক
৬ শহীদুল ইসলাম ,তারা পাশা কে জি স্কুল সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৭ নাগরি শিক্ষক আ রউপ শ্রীমঙ্গল উপজেলার ,কাকিয়া বাজার হাইস্কুল
৪ নাগরি শিক্ষক শেখ তারিকুল ইসলাম রাজনগর উপজেলার মোহাম্মদিয়া মাদরাসা
৯ শেখ তারিকুল ইসলাম গ্রীন লিপস কেজি সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
১০ শেখ তারিকুল ইসলাম রাজনগর পৌটিয়াস স্কুল নাগরি তিনি 2015 সালের শ্রেষ্ট শিক্ষক নির্বাচিত হন।

2016 সাল

১১ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রনি
রাজনগর উপজেলা
তারাপাশা পাতাকুড়ি কেজি সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
১২ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রনি ১২৩নং চাটি গাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
১৩ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রনি মেলাগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
১৪ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রনি কাকিয়া বাজার উচ্চ বিদ্যালয়
১৫ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রনি চাউরুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৬ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রনি চাউরুলি জামিয়া ইসলামিয়া মহাম্মদিয়া মাদ্রাসায় সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
১৭ নাগরি শিক্ষক এ আর কাউছার বালাগঞ্জ উপজেলার বেলাল নগর রিফাত আছিয়া ক্যাডেট একাডেমী বালাগঞ্জ
১৮ এ কাউছার সোনাপুর পোস্ট ই সেন্টার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,বালাগঞ্জ
১৯ নাগরি শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম মিছবাহ মৌলভীবাজার কেজি
২০ নাগরি শিক্ষক আবু সাঈদ সিলেটের সদরের বরই কান্দি সরকারী বিদ্যালয়
২১ নাগরি শিক্ষক হীরা দাস কমলগঞ্জ উপজেলার বৃন্দাবদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।
২২ নাগরি শিক্ষক মাওলানা শাহ আলম রাজনগর উপজেলার রাঙি ছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় 2016 সালে পরিষদের ছয়টি স্কুলে নাগরি প্রতিযোগিতা করে শ্রেষ্ট নাগরি শিক্ষকের গৌরব অর্জন করেন মিছবাউর রহমান রনি।

2017 সাল

২৩ নাগরি শিক্ষক মো রাকিব আহমেদ তাহের পুর উপজেলার বাদাঘাটের সোনাপুর বিদ্যালয়।
২৪ হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন নুর ফ্রী কে জি তারা পাশা রাজনগর উপজেলা সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
২৫ ভারতের মনিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার সোনাপুরে শিক্ষক জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়্যাঁ সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
২৬ ভারতের মনিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার আহমেদাবাদ মাদরাসা শিক্ষক জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়্যাঁ
২৭ ভারতের মনিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার লালপানিত সাবিহ মক্তব শিক্ষক কমর উদ্দিন
২৮ মণিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার কাশিম পুর মাদ্রাসা শিক্ষক জয়নুল ইসলামঅঁ
২৯ মণিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার চন্দ্রনাথ পুরে শিক্ষক জয়নুল ইসলাম
৩০ মণিপুরের লালপানি বাজার মোকাম মাদরাসা শিক্ষক জয়নুল ইসল
৩১ মণিপুরের লালপানি বাজার মোকাম মাদরাসা শিক্ষক সাইদুল্লাহ মুমিন
৩২ ভারতরের আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার জিরিঘাট এম ই মাদরাসা নাগরি শিক্ষক হেলিম লস্কর।
৩৩ মণিপুরের লালপানি কোচিং সেন্টার শিক্ষক আ কাদির
৩৪ লাল পানি গাও পূর্ব কোচিং সেন্টার শিক্ষক সাইফুল্লাহ মুমিন সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৩৫ আহমদাবাদ বয়স্ক প্রতিযোগিতা শিক্ষক নজরুল ইসলাম ।
৩৬ আসামের কাছাড়ের ধলাই বামের রাজনগর গ্রাম নাগরি শিক্ষক হবিবুল ইসলাম লস্কর
৩৭ আসাম কাছাড়ের ধলাই বামের রাজনগর গ্রাম নাগরি শিক্ষক হবিবুল ইসলাম লস্কর

2018 সালে

৩৮ শিলচরের ঘাগরাপার 76 নং মডেল স্কুল। নাগরি শিক্ষক নঈম উদ্দিন লস্কর ।
৩৯ হাজী খুদেজা চৌধুরী এম ই স্কুল শিলচর ।নাগরি শিক্ষক রুবেল হোসেন বড়ভুইয়া।
৪০ বাগাজুরা হাফিজিয়া মাদরাসা রাজনগর উপজেলা নাগরি শিক্ষক হাফিজ রিয়াজ উদ্দিন সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪১ গাউসিয়া মাদরাসা রাজনগর উপজেলা নাগরি শিক্ষক হাফিজ রিয়াজ উদ্দিন । সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪২ হাজেরা বানু চৌ কে জি স্কুল কমলগঞ্জ । নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন সহযোগিতায় প্রিন্সিপাল ফখর উদ্দিন চৌ
৪৩ আহমদ নগর দাখিল মাদরাসা কমলগঞ্জ। নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪৪ হুরুন্নেচা চৌ কলেজ কমলগঞ্জ । নাগরি শিক্ষক ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

৪৫ মুলইবাজার অনুশীলন কোচিং সেন্টার ক্লাস এইট। নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪৬ মুলইবাজার অনুশীলন কোচিং সেন্টার ক্লাস ফাইভ। নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন। সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪৭ রাজনগর উপজেলার পাচ গাও এম ই মাদরাসা । নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন। সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪৮ রাজনগর উপজেলার পাচ গাও হাফিজিয়া মাদরাসা । নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন। সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪৯ রাজনগর উপজেলার মহলাল হাই স্কুল । নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন। সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫০ রাজনগর উপজেলার ডি এস ফাজিল মাদরাসা আলিম ক্লাস ।নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫১ রাজনগর উপজেলার ডি এস ফাজিল মাদরাসার দাখিল ক্লাস ।নাগরি শিক্ষক মিসবাউর রহমান রনি সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫২ নাগরি পাঠশালা মুলইবাজার নাগরি শিক্ষক সাব্বির হোসেন সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫৩ জগৎসী কলেজ মুলইবাজার নাগরি শিক্ষক কমর উদ্দিন সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫৪ জগৎসী কলেজ মুলইবাজার নাগরি শিক্ষক আ রউফ সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫৫ সিরাজনগর মাদরাসা শ্রীমঙ্গল নাগরি নাগরি শিক্ষক কমর উদ্দিন সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫৬ পীরনগর ইসলামিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদ্রাসা জকিগঞ্জ নাগরি শিক্ষক কমর উদ্দিন
৫৭দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার,রাইজিং সান কিন্ডার গার্টেন স্কুল।নাগরি শিক্ষক ওবায়দুল হক মুন্সী ।
৫৮ ওসমানী নগর উপজেলার মোল্লাপাড়া হাজী আব্দু মিয়া কলেজ নাগরি শিক্ষক প্রভাষক এবাদুর রহমান
৫৯ ওসমানী নগর উপজেলার উমরপুর শাহপরান একাডেমি নাগরি শিক্ষক প্রভাষক এবাদুর রহমান
৬০ শিলচরের ধনেহরি ইশকুল নাগরি শিক্ষক রুবেল হোসেন বড়ভুইআ সহযোগিতায় ইফতিকার হুশেন লশকর ও ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

কয়েকজন নাগরি ছিফাই (সৈনিক)

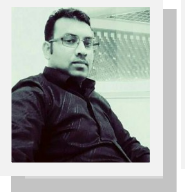
আলীম চৌধুরী

বকশী ইকবাল আহমদ মুলইবাজার

ড তৈয়বুর রহমান চৌধুরী

আ কাদির জিরিবাম

এবাদুর রহমান কুলাউড়া

ওবায়দুল হক মুন্সী সুনামগঞ্জ

ইফতিকার হোসেন লঙ্কর শিলচর

নঈম উদ্দিন লঙ্কর শিলচর

রুবেল হোসেন বড়ভুইয়া শিলচর

ছাববির আহমদ কুএত

সৈয়দ আলী নুর ওসমানী নগর

মিনহাজ উদ্দিন আবুল খয়ের মজুমদার হাইলাকান্দি

তানভীর আনজুম শুভ সিলেট

হাফিজুর রহমান রাহী রাজনগর

মেহবুবুল আমিন মজুমদার হাইলাকান্দি

লিকছন মিয়া রাজনগর

নাগরি দিবস
সাব্বির আহমদ

কে পহেলা সাত মে দুই হাজার পনরো সালে দুই কোটি ছিলটির মাঝে নাগরির স্বীকৃতির দাবী তুলছিলা ।
কে পহেলা ছিলটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা কইয়া নিউজ পেপারে ব্যানারে সাইনবোর্ডে লেখছিলা।
কে পহেলা নাগরি শিক্ষক বানাইয়া নাগরির হিকানির কাম নামছিলা।
কে পহেলা লাখ টাকা খরচ করিয়া নাগরি পোস্টার হরফের বই ছিলটিদের মাঝে মাগনা বাটছিলা।
কে পহেলা ব্যানার সাইনবোর্ড দেওয়াল লেখা ঈদ কার্ড নাগরিতে লেখছিলা।
কে পহেলা নাগরি ক্যালেন্ডার নাগরি নিউজ পেপার নাগরির কবিতা বই বার করছিলা।
কে পহেলা নাগরির স্বীকৃতির দাবির দিন নাগরি দিবসের ঘোষনা দিসলা।
কে পহেলা নাগরি শিক্ষক নাগরি সৈনিক নাম দিয়া নাগরি আন্দোলন শুরু করছিলা।
কে পহেলা নাগরির স্বীকৃতির লাগি প্রধানমন্ত্রীরে সারকলিপি দিসলা।
কে পহেলা শ শ ছিলটি জুয়ানরে নাগরিতে নাম লেখা হিকাইসলা।
কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রামে শ খানেক কমিটি করে নাগরির প্রচার করছিলা।
কে পহেলা নাগরি সৈনিকদের ছিলটের শ্রেষ্ট সন্তান কইছিলা।
কে পহেলা নাগরির স্বীকৃতির লাগি গনসাক্ষর মানববন্ধন আর সংবাদ সম্মেলন করছিলা।
তাইন পহেলা হখলতা করছইন আমরার ছিলটের পুয়া নাগরি আন্দোলনের প্রতিষ্টাতা মুমিনুল হক শ্রদ্ধা তোমারে।
সাতই মে নাগরি দিবস দিছলা আমরারে।

ঠাকুর
মিলন শেখ

কে শ শ মাইনষরে নাগরিতে নাম লেখা হিখাইলা।
কে আমরারে নাগরি পোষ্টার আর হরফের বই দিলা।
কে নাগরির স্বীকৃতির দাবী দেওয়ালো লেখাইলা।
কে দশ হাজার টেকা দিয়া নাগরি ফন্ট বার করলা।
কে পয়লা ছিলেটি ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা কইলা ও ছাপলা
কে পয়লা ছিলেটি ভাষারে মাতৃভাষা কইলা ও ছাপলা
কে পয়লা ছিলেটি জাতি কইলা ও ছাপলা

কে পয়লা নাগরিতে নিউজ পেপার আর নাগরি কবিতার বই প্রকাশ দিলায়।
তাইন অইলা আমরার নাগরি আন্দোলনর জনক ড.মুমিনুল হক।
আইজ আমরা তানরে চিনিনা –জানি না।
কার হগদা খাও গো বান্দি ঠাকুর চিনো না।
দরগা মহল্লা

দু হাজার পনরো সালে বিশ্বনাথ বালাগঞ্জের এম পি মো ইয়াহিয়া কাছে নাগরির স্বীকৃতির লাগি স্মারকলিপি দেওয়ার ছবি

ড. মুমিনুল হক সম্পর্কে অভিমত

প্রায় এক কোটি সিলেটবাসীর মধ্যে একমাত্র ড. মুমিনুল হক যিনি 'ছিলটি' ভাষার স্বীকৃতির দাবি প্রথম উত্থাপন করেন। তাঁর নাম সিলেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। অভিনন্দন জানাই আন্দোলনের রূপকার ড. মুমিনুল হক ইতিহাসরত্নকে।

-শুকুর রহমান যাকারিয়া
আহবায়ক, স্বীকৃতি পরিষদ
কমলগঞ্জ উপজেলা

নাগরির প্রায় সাত শত বছরের ইতিহাসে নতুন এক বিপ্লবের সূচনা করেছেন ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক। তিনি নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজনগরের কৃতি সন্তান। তিনি প্রেসক্লাব মুন্সিবাজার, ড. মুমিনুল হক একাডেমিসহ অসংখ্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিনামূল্যে নাগরি হরফের ৩ হাজার পোস্টার ও ২ হাজার বই চার হাজার লিফলেট কমিটি করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন। তিনি নাগরি গবেষকদের প্রাণপুরুষ ও পথিকৃৎ। নাগরি ভূমির ছিলটি প্রায় ১ কোটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান বলা যায়। তাই ২০১৫ সাল নাগরির সোনালি বছর বলা যায়। এর আগে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত ৫টি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে জাতিকে উপহার দিয়েছেন। তাঁকে নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ রাজনগর উপজেলা কমিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

– মো. জুয়েল আহমদ
সাধারণ সম্পাদক, স্বীকৃতি পরিষদ
রাজনগর উপজেলা

ইতিহাস সাধনা ও রচনাকে মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে উপমহাদেশে ইতিহাস বিশারদ, ইতিহাসরত্ন, ইতিহাসবিদ ও ইতিহাস সম্রাটে ভূষিত হয়েছেন ড. মুমিনুল হক। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার শ্রেষ্ঠ অবদান জন্মভূমির ৫টি ইতিহাসগ্রন্থ।

- কবি মোস্তাফা

মর খতা

এক
ছিলেটি একটি আলাদা জাতির। ছিলেটিদের জাতীয়তা ছিলেটি জাতীয়তা ।
দুই
ছিলেটি ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা।
তিন
ছিলেটিদের মাতৃভাষা ছিলেটি ভাষা।
চাইর
নাগরি সৈনিকরা ছিলেট জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

মশলার শনদুক (তথ্য সংগ্রহ)

১ রাজনগরের ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০০০ লন্ডন
২ মৌলবীবাজার জেলার ইতিহাস ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০০১লন্ডন
৩ সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০০১লন্ডন
৪ বাংলার ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০০৬
৫ হিস্ট্রী অব বাংলাদেশ ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০০৮ গতিধারা ঢাকা
৬ নাগরি হরফের পৌস্টার ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৫
৭ নাগরি হরফের বই ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৫
৮ ছিলেটি ভাষার নাগরি আন্দোলন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৫
৯ নাগরির কবিতার বই ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৭
১০ মণিপুরে নাগরি বিপ্লব ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৭
১১ নাগরির সংগ্রামে ছিলেটি জাতি ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৭